হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

ফ্লাইট ৭১৪

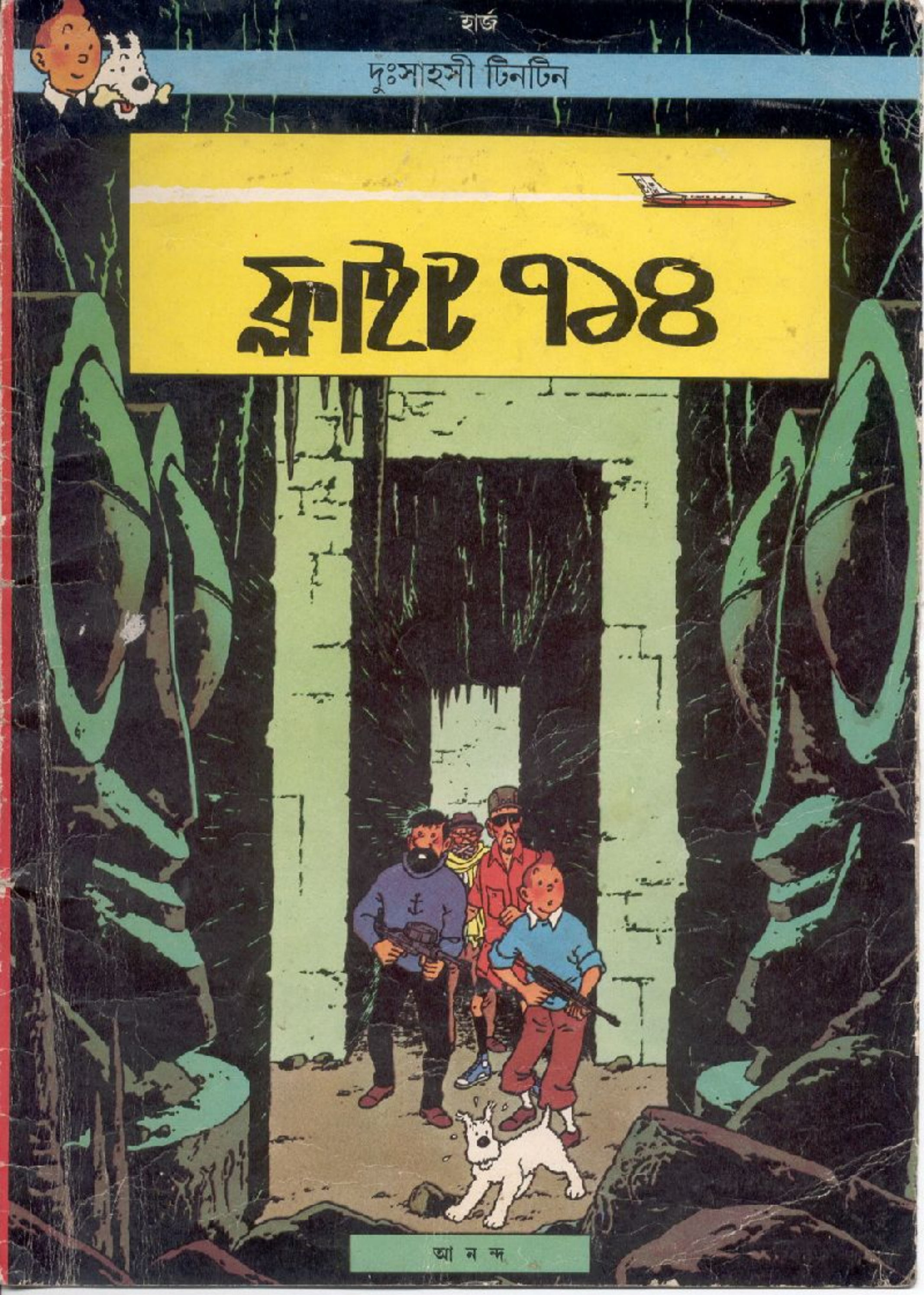

আনন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

ফ্লাইট ৭১৪

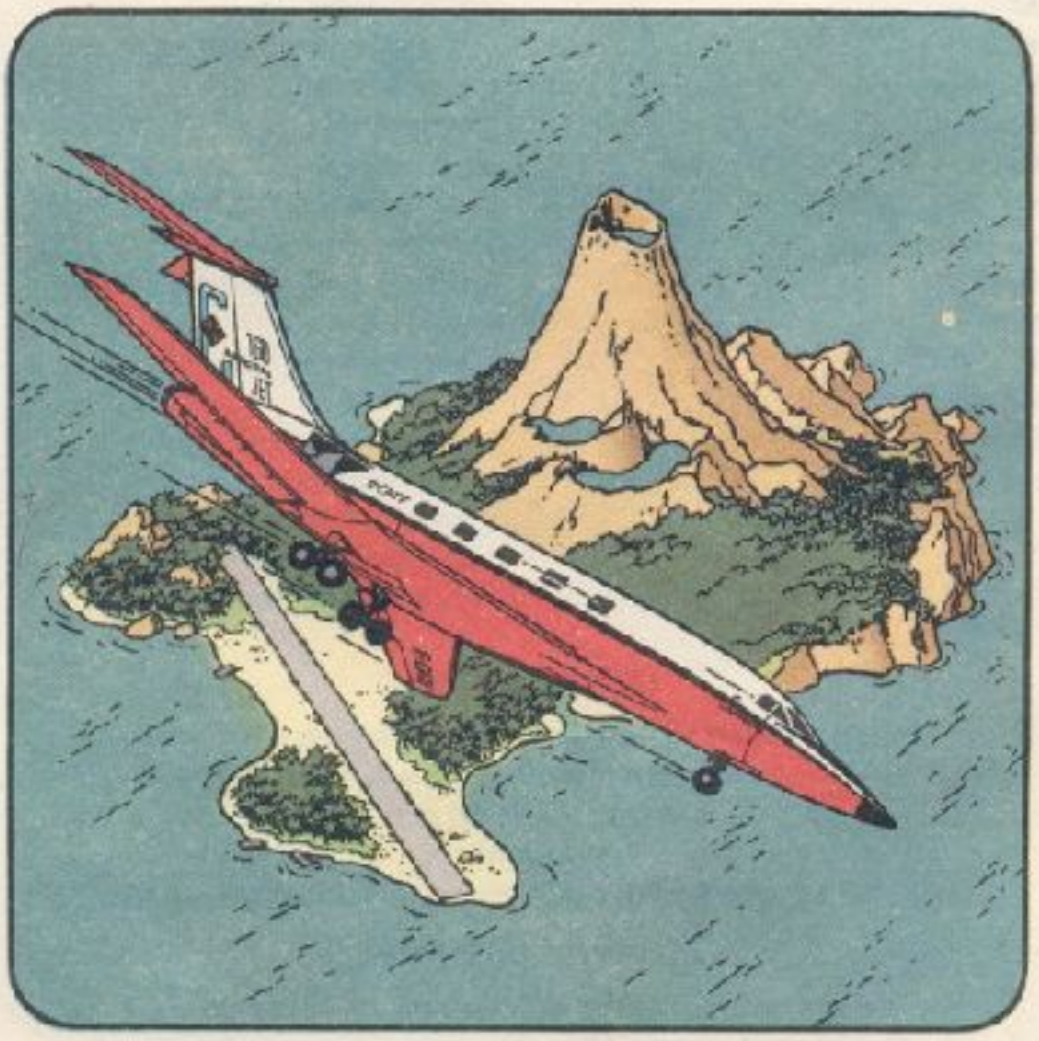

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

ফ্লাইট ৭১৪

জাকর্তায় কেমাজোরান বিমানবন্দরে নামল একটি কোয়ান্টাস বোয়িং ৭০৭ বিমান। লন্ডন থেকে ফ্লাইট ৭১৪ পৌঁছল জাভায়। অস্ট্রেলিয়ার সিডনির আগে এটাই শেষ স্টপ।
QANTAS

বারবার বলছি, আমরা জাভায় এসেছি! জাকর্তা!
কী আশ্চর্য! হলফ করে বলছি, এটা জাকর্তা।
V-JET

এটা জাকর্তা, দশ হাজার ভয়ঙ্কর টাইফুন।
রেঙ্গুন! তুমি নিশ্চয় রসিকতা করছ!

জাকর্তা!! জাকর্তা!!! কী জাকর্তা! বলছি, শুনতে পাচ্ছ?
বটানি বে?...তা হলে আমরা যে পৌঁছে গেছি, বলছ না কেন?

না, প্রোফেসর, আমরা এখনও অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছইনি। এটা জাকর্তা!
হ্যাঁ, জানি। তবে প্রথমে ভাবলাম, এটা জাকর্তা!

জাভায় আপনাদের স্বাগত জানাই। ট্রানজিট প্যাসেঞ্জাররা, এদিকে আসুন...
ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার...তার মানে আমরা।
এভাবে হাঁটতেই আমার ভাল লাগছে...এভাবেই যাব।

তা টিনটিন, একটু পানীয় চলতে পারে?
ভালই তো। কেন নয়?

দ্যাখো, ওই যে বার...
বাঃ!

ওহে!...দাঁড়াও।...আমাকে বোকা বানাতে চাইছ?
?
!

ওই যে, দ্যাখো ! কেমাজোরান ! বলো তো, এটা কি জাকর্তা, না জাকর্তা নয় ?
কেমাজোরান (জাকর্তা) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
!
সবসময় এক, সেই এক । তাই না ? "বেচারা কাথবর্ট, তোমার কোনও কথাই শুনতে চায় না । ...আবার ওর মন পড়ে আছে মেঘের রাজ্যে... সবসময় উলটোটাই করে বসে ।" সেই এক, এক, আর এক ।
ইদানীং উনি আমাকে একটু ঘুরপাক খাওয়াচ্ছেন । যাক গে, ভুলে যাই... হুইস্কি খাওয়া যাক ? হুইস্কি ? এক কাপ চা কেনারও পয়সা নেই, তার ওপর আবার হুইস্কি...ওই বুড়ো-র মতো ।
ওঁকে দ্যাখো, একটা পয়সাও ওঁর নেই । কোত্থেকে এলেন ? কতদিন পেট পুরে খাননি ?
পৃথিবীতে একা...ওঁকে যত্ন করার কেউ নেই । ব্যর্থ জীবন, গরমের দেশে গেলেও ওঁর ঠাণ্ডা লাগবে ।
আ আ আ আ আ আ
!
চু উ উ
এই নিন । আপনার টুপি !
আ আ আ... আ আ থ... ধন্যবাদ !
সারাদিনে এই একটা পুণ্য করা গেল । কেউ জানে না, ওঁর টুপিতে আমি পাঁচ ডলার রেখে দিয়েছি ।
1
কী এটা ?...স্বপ্ন দেখছি ?...পাঁচ ডলার ! হতেই পারে না !
2
ঈশ্বর মঙ্গলময় ! শেষপর্যন্ত খাবার কিনতে পারব ।
3
মচ মচ মচ
4
ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ...তোমার মঙ্গল হোক !
এই দয়া, এই করুণা আমার অচেনা উপকারী বন্ধু ।
ও নিশ্চয়ই রেঙ্গুন বলেছে !
কিন্তু...
হ্যাঁ, স্বাভাবিক । অত্যন্ত স্বাভাবিক । আমার জায়গায় কেউ থাকলে যে কেউ এটাই করত ?
কোটি কোটি
স্কাট
?

স্কাট ! আমাদের পুরনো বন্ধু স্কাট, এস্তোনিয়ান পাইলট...আশ্চর্য !
ক্যাপ্টেন হ্যাডক !...টিনটিন ! আবার দেখা হয়ে খুব ভাল লাগছে।
ইনি প্রোফেসর ক্যালকুলাস। তুই নিশ্চয় ওঁর কথা জানিস।
হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গর্ব বোধ করছি।
না। ক্যালকুলাস।
স্কাট, বাল্টিক ডাকাত। সেই কবে শেষ দেখা হয়েছিল তোর সঙ্গে ! কী করছিস এখানে ?
একটা বেসরকারি প্লেন চালাচ্ছি। বিখ্যাত ধনকুবের লাসজলো ক্যারিদাসের কথা নিশ্চয় জানো ! উনিই আমার বস !
লাসজলো ক্যারিদাস। বিমান তৈরি করেন ? "কোটিপতি, যিনি কখনও হাসেন না ?"
উনিই। ক্যারিদাস এয়ারক্র্যাফট। ক্যারিদাস ক্লথ, অয়েল, স্টোর্স, সংবাদপত্র, সানি কোলা...সব ওঁর। আমরা সিডনিতে আন্তর্জাতিক মহাকাশচারী কংগ্রেসে যোগ দিতে যাচ্ছি।
আমরাও তো ওখানে যাচ্ছি...ওই কংগ্রেসে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সম্মাননীয় অতিথি।...চাঁদের বুকে প্রথম মানুষ...
শাবাশ। ভেবেছিলাম, তোরা নতুন অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছিস।
না, অ্যাডভেঞ্চার আর নয়। কখনও নয়। এটা প্রমোদ ভ্রমণ। সাধারণ ব্যাপার। বিপর্যয় নেই, সঙ্ঘাত নেই...
উয়া
নাক-উঁচু কুকুরটা কী করছে ওখানে ! আমার ঘাড় মটকে দিয়েছিল আর কি !...আপনার টেলেক্স ক্যাপ্টেন, ফ্লাইট প্ল্যান।
ভৌ ভৌ
ধন্যবাদ। পরিচয় করিয়ে দিই : পাওলো কলম্বানি, আমার কো-পাইলট...আমার বন্ধু... ক্যাপ্টেন হ্যাডক, প্রোফেসর ক্যালকুলাস, টিনটিন।
সুপ্রভাত !
এই যে !
কোনও সমস্যা, কলম্বানি ?
না, ক্যাপ্টেন প্রেসার ঠিক আছে, দক্ষিণ-পূর্ব থেকে হালকা বাতাস, নিচু মেঘের স্তর...সব ঠিক আছে...পরে দেখা হচ্ছে।
ইনি নতুন নেভিগেটর। পথে আমাদের নেভিগেটর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তেহরানে। হঠাৎ হাসপাতালে পাঠাতে হয়...কলম্বানি এসেছেন তাঁর জায়গায়।
ভাল ওঁকে বলতে পারি না।
ঢেলা !
ওই আমার বস এসে গেছেন। মি. ক্যারিদাস। চাঁদে প্রথম যাঁরা গেছেন, তাঁদের দেখে উনি খুশি হবেন।
"কোটিপতি, যিনি কখনও হাসেন না"...উনিই ?

কিন্তু উনি খুব দয়ালু। বাইরের লোকটিকে সঙ্গে নিয়েছেন। লোকটির মঙ্গল হোক।
মি. ক্যারিদাস, আমার বন্ধুদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই : ক্যাপ্টেন হ্যাডক, প্রোফেসর ক্যালকুলাস, টিনটিন। ওঁরা রকেটে প্রথম চাঁদে নেমেছিলেন। মনে আছে আপনার ?
আমি...
কেমন আছেন, মি. ক্যারিদাস ?
?
?!
হুঁ...না...মনে করবেন না...ইনি মি. স্পল্ডিং। মি. ক্যারিদাসের সেক্রেটারি। ...ইনি মি. ক্যারিদাস।
হতেই পারে না।
আমি করমর্দন করি না। খুবই অস্বাস্থ্যকর। কী একটা অভিযানের কথা ঝাপসা মনে আছে। তার খুঁটিনাটি সব ভুলে গেছি। স্টক মার্কেটের তাতে ক্ষতি হয়নি।
হ্যালো ?...
?
দেখে মনে হচ্ছে... যদি অনুমতি দেন...
এক্ষুনি !
আমার টুপি ! আপনি এত হুড়ো... হুড়মুড়... হুড়োহুড়ি...
আ আ আ আ আ আ আ আ
হা হা হা
হাহাহা...হুড়োহুড়ি !
হি হি হো হো হো হা হা হা
আমি...হা ! হা ! অবিশ্বাস্য...সত্যিই বিশ্বাস হচ্ছে না !
স্পল্ডিং !
হ্যাঁ, মি. ক্যারিদাস
শুনতে পাচ্ছ, স্পল্ডিং ?
হ্যাঁ, মি. ক্যারিদাস।
বহু বছর এরকম ঘটনা ঘটেনি !
জো হুকুম মি. ক্যারিদাস।
এটা একটা সুযোগ !
হ্যাঁ, মি. ক্যারিদাস !
পানীয়, স্পল্ডিং
এখনই মি. ক্যারিদাস।

যা খাই, সেটাই অর্ডার দেওয়া যাক। বাড়াবাড়ির কী দরকার...
না, মি. ক্যারিদাস।
ভদ্রমহোদয়গণ, স্মরণীয় একটি দিন। বহু বছর আমি হাসিনি। যথাযোগ্যভাবে দিনটিকে উদ্‌যাপন করতে হবে। আপনাদের সানি-কোলা খাওয়াতে চাই। স্বাস্থ্যকর, ক্লোরোফিলে ভরপুর...ভাল লাগে?
আমার...ভাল লাগে!
তা হলে আপনারা সিডনি কংগ্রেসে যাচ্ছেন? শুনলাম, সেইজন্যেই আপনারা এসেছেন।
হংকং? না, আমরা যাচ্ছি সিডনি কংগ্রেসে।
হা! হা! হা! ওর তুলনা নেই। সাদাসিধে এক ভাঁড়!
সিডনি...সিডনি? আমার মনে হয়
ক্যাপ্টেন, আপনি তো সমুদ্রে ঘোরেন। আমার দৃঢ় ধারণা, আপনি জা-জা-জা-
জাহাবাজ?
জা-জা জা-জা...
যুদ্ধজাহাজ... আপনি একজন বিশেষজ্ঞ!
আমি...মানে...বলতে চাই... আমি ছিলাম বাণিজ্যিক জাহাজে। নৌযুদ্ধের খবর তেমন রাখি না। আমার এক পূর্বপুরুষ ওই ব্যাপারে ছিলেন...
না, না। একটা খেলা... 'যুদ্ধজাহাজ খেলা'...জানেন?
হ্যাঁ, আমি খেলেছি!
আজ্ঞা করুন, মি. ক্যারিদাস!
স্পল্ডিং!
মন দিয়ে শোনো।
এই ভদ্রলোকরা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। ওঁদের টিকিট বাতিল করে ওঁদের জিনিসপত্র সব আমার বিমানে তুলে দাও।
কিন্তু মি. ক্যারিদাস...
কিন্তু...
কিন্তু আমরা...
বোম্বাই?
আপত্তি আছে, স্পল্ডিং
না, মি. ক্যারিদাস, আমি ভাবছিলাম...
তোমাকে চিন্তাভাবনার জন্য বেতন দিই না, স্পল্ডিং।
না, মি. ক্যারিদাস।
আপনার সৌজন্যের তুলনা নেই, মি. ক্যারিদাস। কিন্তু আমরা সত্যিই পারব না...
আপনাদের যত্তসব... স্বাস্থ্যপান
ধৈর্য ধরো, স্পল্ডিং। তোমার সময় আসবে।
ডং। কোয়ান্টাস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৭১৪ সিডনি যাচ্ছে। যাত্রীদের ৩ নং গেটে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
প্রথমে, আমি চিফকে সাবধান করে দিই।

কিন্তু মি. ক্যারিদাস...আমাদের জিনিসপত্র...
আমাদের রিজার্ভেশন...
ভাববেন না। স্পল্ডিং সব ব্যবস্থা করবে।
এ ছাড়া কুটুস আছে। সে যে কী দস্যি, আর...
কুটুস...দস্যি... সাপখোপ...!
কুট্টুস
চলে গেছে। ওর গলার এই বন্ধনীটা চিবিয়ে খেয়ে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে।... খুঁজে আনি!
বদমাশটা গেল কোথায়?
ইতিমধ্যে...
ওয়াল্টার বলছ? আমি স্পল্ডিং। চটপট...শোনো...চিফকে বলো, ওই বুড়োটা আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তিনজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওরা পাইলটের বন্ধু...হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। তা হলে...বুঝতেই পারছ?
খুব দেরি করে ফেলছ স্পল্ডিং। সব ঠিক হয়ে গেছে। তিনটে উটকো লোকের জন্য চিফ তাঁর পরিকল্পনা বদলাবেন, ভাবছ? ...তোমাকে যা হুকুম দেওয়া হয়েছে, করো।
কিন্তু ওয়াল্টার, বাড়তি তিন যাত্রীর জন্য পুরো ব্যাপারটাই ভেস্তে যেতে পারে, আর যদি...
বদমাশ, তুই তা হলে এখানে, চলে আয়!
গেছি! আবার ওটা গলায় পরতে হবে!
ওয়াল্টার, যা বলছি শোনো
ক্লিক
জানি, এটা তোর ভাল লাগে না। কিন্তু পরতেই হবে। না হলে তুই আমাকে ঝামেলায় ফেলবি...
?
!
আমি...আপনি যে ওখানে, দেখতে পাইনি...টে-টেলিফোন করছিলাম। জাকর্তায় আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকেন। এবার আপনাদের জিনিসপত্রগুলো দেখি, রিজার্ভেশনও বাতিল করি।
বিশ্রী কাণ্ড করে ফেললাম, দুঃখিত...
না, না, মোটেই না। আপনাদের কাজে লাগতে পেরে খুশি হলাম।
পরে দেখা হবে।
ডং। কোয়ান্টাস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৭১৪-এর যাত্রীদের শেষবার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অবিলম্বে ৩ নং গেটে চলে আসুন।
আমার ওপর নজর রাখছিল!
দূর সম্পর্কের আত্মীয়! গল্পটা বেশ বড়।

এই পানীয় কি আপনার চলবে প্রোফেসর ?
গা চালিয়ে ? যে-কোনও খেলাতেই আমি ছিলাম সেরা। আমার সময়ে আমি ছিলাম এক চৌখস খেলোয়াড়, এখন অবশ্য তা বুঝতে পারবেন না।
টেনিস, সাঁতার, রুগের, সকার, ফেন্সিং, স্কেটিং...অল্প বয়সে ওসব অনেক খেলেছি। রিং-এর কথাও ভুলে যাইনি : কুস্তি, বক্সিং এমনকী...
সাভাত।
না, না, না ! আমি বলছি সাভাত, ফরাসি বক্সিং। ওরা এখন যখন জুডো, ক্যারাটের কথা বলে, আমার হাসি পায়। সাভাত ! এটাই সত্যিকারের লড়াই !...
দুটো পা, আর দুটো হাত একই সঙ্গে কাজে লাগিয়ে...আমি ছিলাম চ্যাম্পিয়ন...অপরাজেয়...দেখুন...
হুপ !
দুম
বহুদিন প্র্যাকটিস করিনি, হয়তো তাই...ট্রেনিং নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
বোকার মতো এই অভিনয় বন্ধ করার কি সময় হয়নি ?
হা ! হা ! হা ! এঁর তুলনা নেই !
কিছু মনে করবেন না...
ইয়ে...আমি...ইয়ে... বলছিলাম, নিজেকে এভাবে ক্লান্ত করবেন না।
ব্যবস্থা হয়ে গেছে, মি. ক্যারিদাস। আমরা এখন রওনা হতে পারি।
যাওয়ার সময়ও হল, স্পল্ডিং !
?
আপনি কি আসছেন, ক্যাপ্টেন ?
হ্যাঁ...সোজা চলে আসছি।
স্পল্ডিং ঠিকই বলেছে ! তিনজন যাত্রী উনি জোগাড় করেছেন। ওদের দুর্ভাগ্য ! ...কিন্তু...কিন্তু
আমি নিশ্চয় ভুল দেখছি না !...ওই তো টিনটিন !!

এই আমার একেবারে নতুন উদ্ভাবন : ক্যারিদাস ১৬০। তিন জেটের এক্‌জিকিউটিভ বিমান, চার বিমানকর্মী আর ছ'জন যাত্রী। ৪০ হাজার ফুট ওপরে এর গতি দুই ম্যাক, অর্থাৎ প্রায় ঘণ্টায় ১২৫০ মাইল। রোল্‌স-রয়েস-টার্বোনিকা টার্বোজেটগুলির মোট অভিঘাত ১৮,৫০০ পাউন্ড।
চমৎকার।
উয়া
বায়ুগতিবিদ্যার মধ্যেই আছে এর সবচেয়ে আধুনিক বৈশিষ্ট্য...
ওই আমার স্টিউয়ার্ড জিনো। নেপ্‌লসের লোক। অবাক হচ্ছি...
নিউ ইয়র্ক থেকে টেলিফোন সেনর কমেন্দাতোর।
নিশ্চয় গোল্ডবার্গ।
অনুগ্রহ করে লাইনটা নিন।
ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে বিমানে উঠুন। জিনো, আমার অতিথিদের আপ্যায়ন কোরো।
হ্যাঁ, সেনর কমেন্দাতোর।
হ্যালো, হ্যাঁ...নিশ্চয় : পার্ক-বেনেট সেল... আচ্ছা ? তিনটে পিকাসো, দুটো ব্রাক, একটা রেনোয়া...ধুত ! ওগুলো টাঙানোর মতো এক ইঞ্চি জায়গাও আমার নেই।
কী বলছ ?...ওনাসিস লেগে আছে। তা হলে কিনে নাও !...সব ক'টা ! কী ?...টাকা নিয়ে ভাবছি না, কিনে নাও !
নেভিগেটর কলম্বানির সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে।... ইনি নতুন রেডিও অপারেটর...হ্যান্স বহ্‌ম।
হ্যালো !
ক্যাপ্টেন।
বাঃ, বেশ...
নতুন আরও বিমানকর্মী ?
হ্যাঁ। অন্য রেডিও অপারেটর সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে দুর্ঘটনায় পড়েছে...পেট্রল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে...
কিন্তু সেনর স্পল্ডিং চটজলদি নতুন এক রেডিও অপারেটরকে পেয়ে গেছেন...সেনর স্পল্ডিং বেশ বুদ্ধিমান...
?
?

আমার পা জড়িয়ে গিয়েছিল... মানেই...এই টেলিফোনের তারে।
আর লোক হাসিয়ো না স্পল্ডিং, ...আর লোক হাসিয়ো না।
কিন্তু আমি...হ্যাঁ, মি. ক্যারিদাস।
কিম্ভূত, স্পল্ডিং।
তুমি একটা ভাঁড়, স্পল্ডিং...সত্যিই একটা ভাঁড়...হা! হা! হা!...হো! হো...!...
আ আ আ আ আ
হ্যাঁচ্চো!
আজ এই নিয়ে তিন-তিনবার আমি হাঁচলাম। কী ব্যাপার? এভাবে চললে আমাকে তো ডাক্তার দেখাতে হবে।
এবার আপনারা আরাম করে বসে সিট-বেল্ট বেঁধে নিন। ওড়ার সময় হয়েছে।
আমি আমার নিজের জায়গায় বসব, জিনো: আমার ডেস্কে...
তাই হবে সেনর কমেন্দাতোর।
দেখলাম উনি চোখ টিপলেন। কিন্তু কেন? ...ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।
এবার ক্যাপ্টেন, ব্যাটলশিপ খেলাটা একটু হয়ে যাক।
চমৎকার!
আপনার পানীয় সেনর, আর...বাকি সব ঠিক আছে...
ভাল!
গল্ফ ট্যাঙ্গো ফক্সকে বলছি কেমাজ্রোরান টাওয়ার: রানওয়েতে এগিয়ে যান। এবার উড়তে পারেন।
এক্স বি ৪২কে বলছি। পাখি এবার খাঁচার দিকে উড়েছে...

সি ৪-ডি ৪-ই ৪ ? শুরুটা খারাপ হয়নি, ক্যাপ্টেন। আপনি একটা ডুবোজাহাজ ধ্বংস করেছেন। বাকি শট দুটো জলে পড়েছে।
আহা !
ভালই চলছে। ...এবার পাইপ ধরানো যেতে পারে। ধোঁয়ায় আপনার কষ্ট হবে না তো ?
ধূমপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, ক্যাপ্টেন ! তামাকের গন্ধও আমি সহ্য করতে পারি না !
!
এবার আমার চাল। দেখা যাক... এ৪—বি ৪...আর...ইয়ে...সি ২
ভাল চাল দিলেন মি. ক্যারিদাস। দুটো গোলার আঘাতে একটা ডেস্ট্রয়ার ডুবল, ঘায়েল হল আর একটা ডেস্ট্রয়ার।
এবার আমার চাল। পালটা আঘাত হানব ! ...সি ৫- ডি ৫-ই ৫
দুর্ভাগ্য ক্যাপ্টেন ! তিনটে শটই সমুদ্রে পড়েছে... । এ ৮-বি ৮-সি ৮ চাল দিয়ে দেখি।
পোড়া দগদগে ফোস্কা !
একটা ক্রুজার ডুবল : সরাসরি তিনটে আঘাত ! ...আপনি উন্মাদ ! কিন্তু সি ৬-ডি ৬-ই ৬ এর জবাব কী দেবেন ?
লাগেনি। ...কী দুর্ভাগ্য। আমি দ্বিতীয়বার দেখার সময় পাইনি... স্রেফ সহজ বুদ্ধির ব্যাপার। এবার মনঃসংযোগ করতে হবে।
যে কেউ বলবে, উনি আমার বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন... আর আমাকে ধূমপানও উনি করতে দিচ্ছেন না।
আরে, কী কাণ্ড !... আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি...
এবার তৃতীয় জি ১— জি ২—জি ৩
ডানা ! ডানা !

ডানা ? ডানার আবার কী হল ?
ডানার কী হল ?... কিছু না ! শুধু আলগা হয়ে গেছে !
বলাকা ? সত্যি ? কোথায় ?
"আলগা হয়ে গেছে !" হা ! হা ! হা ! ও ! হো ! হো ! আ হা হা
কিছু মনে করবেন না । যে বিমানে আমরা উড়ছি, তার ডানা যদি মাঝ আকাশে খসে যায়, তা হলে সেটা এত মজার ব্যাপার হয় কী করে ?
কী কাণ্ড ! আমি ওই বলাকাটিকে দেখতেই পাইনি... তবে আধুনিক বিমান এত দ্রুত ওড়ে !
বিমানের বিপদের আশঙ্কা নেই, ক্যাপ্টেন । যাকে বলে দোলনা-ডানা, সেটাই কাজ করছে ।
বেশ মজার । 'দোলনা-ডানা' আবার কী ?
ডানাগুলো আটকানো আছে সামনের দিকে । ওগুলো সামনের দিকে নাড়ালে ওঠানামার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধে হয় । শব্দের গতিতে উড়তে হলে ওগুলোকে মাঝামাঝি রাখেন পাইলট । সুপারসনিক ফ্লাইটে ওগুলোকে তিনি পিছিয়ে আনেন : এখন ঠিক যা হচ্ছে...
কিন্তু এবার আমরা খেলায় ফিরে যাই । আমার পরের চাল দেখুন, ক্যাপ্টেন । জি১-জি২-জি৩ ।
দশ হাজার টাইফুন ! আমার যুদ্ধজাহাজে সরাসরি তিনটে আঘাত । আপনার ভাগ্য সত্যিই ভাল !
এটা স্রেফ দক্ষতা, ক্যাপ্টেন । দক্ষতা ও যুক্তি...এবার আপনার দান ।
স্পন্ডিং এত উত্তেজিত কেন ?
ও বারবার ঘড়িও দেখছে কেন... অদ্ভুত !
ই-১ ই-২ ই-৩
ও দেখছি উঠে দাঁড়াল...কেন ?
তিনটেই জ্বলে গেল !
পাইলটের কেবিনে যাচ্ছি মি. ক্যারিদাস... সব ঠিকঠাক চলছে কিনা দেখতে ।
আমাকে বিরক্ত করছ কেন, স্পন্ডিং ? দেখছ না, আমি ব্যস্ত ।
এবার আমি গোলা দাগব, ক্যাপ্টেন ।
আমাদের বন্ধু স্পন্ডিংকে বিশ্বাস করা যায় বলে মনে হচ্ছে না ।

মি. ক্যারিদাস আমাকে পাঠিয়েছেন। আমরা এখন কোথায় উনি জানতে চান।
আমরা এইমাত্র লম্বক দ্বীপে মাতারাম বেতারকেন্দ্র পেরোলাম। আমরা এখন সুমবাওয়া, ফ্লোরেস ও টিমরের দিকে এগোচ্ছি।
ভাল!
শুনুন স্কিপার। মি. ক্যারিদাস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।
আমার সঙ্গে?...এখনই যাচ্ছি।
কলম্বানি, তুমি এখন চালাও।
ঠিক আছে।
আপনি যান। আমিও যাব।
জি-৬ এইচ-৬ আই-৬
বুড়ো আবার জোচ্চুরি করছে।
টাইফুন। একেবারে নিখুঁত লক্ষ্যে।
একটা ক্রুজার ডুবে গেল। তিনটে এবার চেষ্টা করে দেখি... ইয়ে...এফ-১, এফ-২, এফ-৩।
একটা ডেস্ট্রয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুটো গোলা বাইরে পড়েছে... হ্যাঁ, কী খবর?
আমাকে ডেকেছেন মি. ক্যারিদাস?
আমি?...না?...কেন?
কিন্তু মি. স্পল্ডিং তো আমাকে বললেন...
স্পল্ডিং? সেই বোকা লোকটা?
সত্যি নয়, মি. স্পল্ডিং, আপনি বলছেন...
?
!
?
হাত তুলুন! আপনারা সবাই!
স্পল্ডিং!?!

বোকার মতো রসিকতা করছ কেন, স্পল্ডিং ? এর মানে কী ?
বুড়ো বেবুন, এর মানেটা হল, আমি হুকুম দিচ্ছি, সব বদলে ফেলতে হবে। শুনতে পাচ্ছ : হাত তোলো !... এবার বিমানের পেছনে চলে যাও... প্রত্যেকে !
স্পল্ডিং, আমি..
প্রত্যেকে ?...এক মিনিট...একজন এখানে নেই মনে হচ্ছে...
ওই যে, তরুণ কী যেন নাম... টিনটিন, ওর পিস্তলটা কেড়ে নাও !
?
চালাক বন্ধু, চেষ্টাটা ভাল করেছিলে, তবে সফল হওনি ! এবার অন্যদের সঙ্গে যাও আর চালাকি বন্ধ করো। তোমাকে নজরে রাখছি !
শাবাশ, স্পল্ডিং !
ও, হান্স ! ওদের পাকড়াও করতে আমাকে সাহায্য করো !
স্পল্ডিং ! আমি ...তুমি...তুমি সা-সা-সা...
এটা কি টেলিভিশন ফিল্ম ?
মামা মিয়া !
হ্যাঁচো
তোমাকে বরখাস্ত করা হল স্পল্ডিং !
স্পল্ডিং, তোমাকে নোটিশ দিচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ ? তোমাকে যে বিশ্বাস করেছিলাম, তুমি তা রাখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছ।
আর তুমি নিজে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, তাই না ? প্রতারক। এমনকী ব্যাটলশিপ্‌স খেলা জিততেও তুমি ক্লোজড্‌-সার্কিট টেলিভিশন নাও !
স-স স্পল্ডিং ! নিষেধ করছি !...চোপ !
এবার তোমরা সবাই কিচেনেটে ঢুকে পড়ো। একটু এদিক-ওদিক করলেই... বুঝতে পারছ ?...এগোও !
স্পল্ডিং, তোমাকে বরখাস্ত করা হল।
ওরা ঠাণ্ডা ঘরে ! এবার শুরু হবে দ্বিতীয় অধ্যায়...

দরজা খোলো স্পল্ডিং ! নইলে আমি...ইয়ে...আমি... স্পল্ডিং !
প্রতারক !
আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওকে কাবু করতাম, কিন্তু দেখলেন তো...
মামা মিয়া !
দু' মুখো শয়তান এই স্পল্ডিং !
আমাকে বলছেন ?
এবার মাকাসার-এর কন্ট্রোল টাওয়ারে জানাও । ওদের ঠাণ্ডা রাখতে কিছু একটা বলো ।
স্পল্ডিং !...স্পল্ডিং ! আমি যা বলেছি, তা ঠিক নয় । লক্ষ্মী ছেলে স্পল্ডিং, দরজা খোলো !
মাকাসার টাওয়ার ? গলফ ট্যাঙ্গো ফক্স বলছি । আমরা সুমবাওয়া পেরোচ্ছি রিপোর্ট করার কিছু নেই । ডারউইন কন্ট্রোল জোনে পৌঁছনোর আগে আবার যোগাযোগ করব । এখন এই পর্যন্ত ।
ঠিক আছে । এবার সোজা সমুদ্রস্তরে ।
নীচে নামছে ? আমরা কোথায় নামব ?
ছিনতাইকারীদের গিয়ে জিজ্ঞেস করুন !
আমার কান ভোঁ-ভোঁ করছে ।
ঢোক গিললেই ঠিক হয়ে যাবে ।
কী গিলব ?
গিলে ফেলুন ! ব্যাস !
আমরা এখনও নামছি । ওরা নিচু হয়ে উড়তে চায়, যাতে রাডারে ধরা না পড়ে ।
গিলেছেন ?
তাই মনে হয় ।
গিলব ?
ঢক
আঃ, কান ঠিক হয়ে গেছে । চলে গেছে !
শিগ্‌গির সব স্পষ্ট বুঝতে পারব...

কী কাণ্ড ! কিছুই বুঝতে পারছি না । জাহাজ দুলছে !
মাকাসার টাওয়ার থেকে বলছি, গলফ ট্যাঙ্গো ফক্স । কী হয়েছে ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ? রেডার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । খবর পাঠান ।
মাকাসার টাওয়ার থেকে বলছি, গলফ ট্যাঙ্গো ফক্স । আবার জানাচ্ছি : রেডার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । খবর দিন, গলফ ট্যাঙ্গো ফক্স । আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ? খবর দিন ।
আঃ ! এতেই কাজ হয়েছে ।
মামা মিয়া !
কেন ?
প্রমোদ ভ্রমণ ! হা ! হাঃ ! ভারী মজার !
স্পল্ডিং !
আমরা পথ বদলাচ্ছি !
স্পল্ডিং, এটা বিশ্বাসঘাতকতা । এর জন্য তোমাকে দুঃখ করতে হবে, স্পল্ডিং !...স্পল্ডিং, শুনতে পাচ্ছ ? স্পল্ডিং, কথা বলো, স্পল্ডিং !
নেপথ্য কারণটা কী, মি. ক্যারিদাস ?
নিঃসন্দেহে কোনও বিদেশি শক্তি । না হয় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা, আমার নকশা চুরি করতে চাইছে ।
অথবা এটা স্রেফ অপহরণের ঘটনা ।... বিশাল অঙ্কের মুক্তিপণ চায় ।
ওরা একটা পয়সা পাবে না । একটা পয়সাও না !
ডারউইন টাওয়ারকে বলছি মাকাসার টাওয়ার । ক্যারিদাস ১৬০ গলফ ট্যাঙ্গো ফক্সের সঙ্গে শেষ বেতার যোগাযোগ হয়েছে সুমবাওয়ার আকাশে । বিমানটির সঙ্গে কি আপনাদের যোগাযোগ আছে, দয়া করে জানান ।
ওরা শীঘ্রই সতর্কবাণী পাঠাতে শুরু করবে... আমাদের বেতারে আবার কী খবর এল ?
আমরা পৌঁছে গেছি !
পৌঁছে গেছি ? গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, ইঙ্গলিস ?... এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যায়নি ?
কেন ? কী বলছ তুমি !

কী বলছি ?...আসল কথাটা হল, এ রকম বিমানের যতটা রানওয়ে দরকার, আমরা পাচ্ছি তার মাত্র সিকি ভাগ। ...বুঝতেই পারছ, কী ঝুঁকিই না আমরা নিতে যাচ্ছি।
দশ মিনিট পরে...
ওখানেই আমরা যাচ্ছি : পুলে-পুলাও কম্পা দ্বীপ।
আমরা এক হাজার ফুট ওপরে উঠব। গতি কমাতে হবে। নামার জন্য এবার তৈরি হই।
ওরা ফের ওপরে উঠল। মনে হয়, নামার তোড়জোড় করছে। ...হ্যাঁ, ওই তো দ্বীপ, রানওয়ে...কিন্তু পাগল নাকি ? এত ছোট রানওয়ে !
আমাদের জন্য ওরা প্রস্তুত।
হ্যাঁ, দেখেছি।
চাকা নামিয়েছে। ওরা নামছে।
আমরা নামছি, হ্যাঁ।
আমাদের চরকির মতো ঘোরাচ্ছে কেন ? বিমানদস্যু পাইলট, তোমার মাথায় কিছু নেই।
ওরা সত্যিই নামছে !
সামনের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ুন। মাথার পেছনে হাত রাখুন।
এবার কলম্বানির দলবল, হয় বাঁচব, না হয় মরব।

চটপট, প্যারাশুট !
খপ
উঃ...আঃ !
মামা মিয়া !
মাথার পেছনে হাত রাখুন, ক্যাপ্টেন !
ভস
প্যারাশুট ফেটে গেছে !
এঞ্জিন সামলাও !
উঃ...আঃ !
কানফাটা আওয়াজ ! কিছু লোক ফ্রেক মজা করতে বেড়াতে যায় !
উঃ...আঃ...আঃ
ব্রেক !...ব্রেক !
আগেই ব্রেক দিয়েছি !
দুম
সামনের চাকা ফেটে গেছে !
সামাল দিতে পারছি না !
ঝড়ের বেগে এগোচ্ছি। আমরা গেছি !

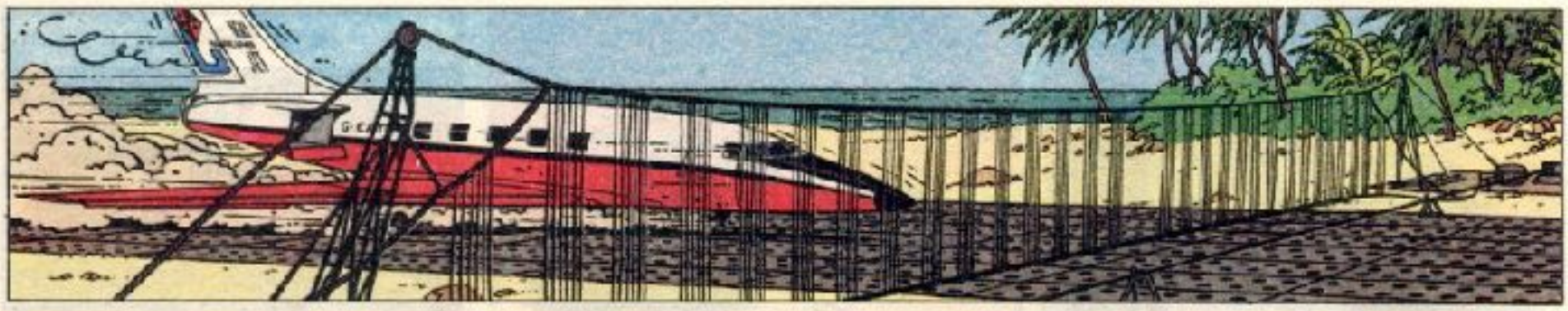

কী কাণ্ডটাই না হল !
মামা-মিয়া !
উঃ !
বেঁচে গেছি !

আঃ। অপারেশন ক্যারিদাস সাফল্যের সঙ্গেই শেষ হল।
নিশ্চয় !

অমানুষিক অভিজ্ঞতা ! আমরা যে বেঁচে আছি, এটাই বড় ঘটনা !
এবার বন্দিদের দিকে নজর দেওয়া যাক।

বিমানে এমন বিশ্রীভাবে কখনও নামিনি। তোমার চাকরি খতম।
এগিয়ে যান, না হলে গুলি করব। আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন।

ঘেউ...উ...উ...উ...উ...উ...উ
ওই জন্তুটাকে শান্ত করুন।
ও ভয় পেয়েছে !
মামা-মিয়া !
আমাকে খুঁজছিলেন ?

কুট্টুস, কুট্টুস, চুপ কর !
ঘেউউউউ

কুট্টুস !
গ-র-র-র-র-র

কুট্টুস ! এদিকে আয়, কুট্টুস !
গুলি চালাও, গুলি। মেরে ফ্যালো। পাগলা কুকুর।
গ-র-র-র-র-র-র

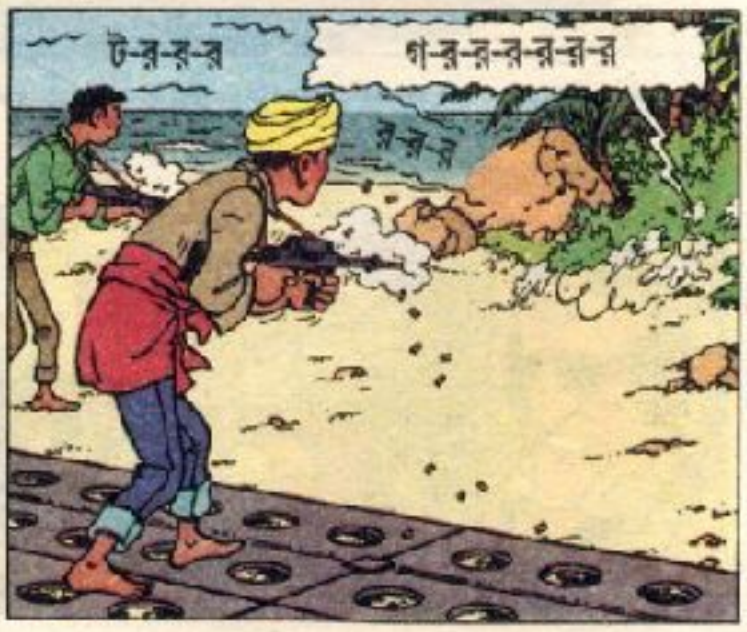
ট-র-র-র
গ-র-র-র-র-র-র

টা-র-র-র
র-র-র
খুনি ! শয়তান ! আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও ! ছেড়ে দাও বলছি !
বোকার দল ! পাঁচ গজ দূর থেকেও তোমরা একটা হাতি মারতে পারবে না । যাও, ওই নরকের জীবটাকেই খতম করে দাও !
সেই কণ্ঠস্বর ।
রা স্টা প পো লা স
হ্যাঁ, আমিই, প্রিয় বালক ।
আমার এই স্বর্গদ্বীপে স্বাগত জানাচ্ছি ।
তুমি অবাক হয়েছ, দেখে ভালই লাগছে । ...তুমি ভেবেছিলে লোহিত সাগরের হাঙররা আমাকে খেয়ে ফেলেছে ? তাই না ? হা ! হা ! হা !
আমার এই ছোট্ট বাগানে আমি এবার তোমাদের ফাঁদে ফেলেছি । আর, তোমরা নিজেরাই ধরা দিয়েছ !... তোমাদের নিজের চরকায় তেল দেওয়া উচিত ছিল, প্রিয় বন্ধুরা । ফ্লাইট ৭১৪-এই থাকা উচিত ছিল ।
ওই চুরুটটা ফেলে দাও । ক্যারিদাসের সামনে কেউ ধূমপান করে না !
চুরুটটা ফেলে দেব ? অবশ্যই । আপনি যা বলবেন, সেটাই আমার কাছে হুকুম, মি. ক্যারিদাস !
রাস্টাপপোলাস, জানতাম তুমি আস্ত শয়তান । এখন দেখছি জঘন্য শয়তান !
ভাল বলেছ !
অবাধ্য কুকুর । আমার কথা অমান্য করছ । এত সাহস ! বোকা, তোমরা এখন আমার কব্জায় !
তোমাদের সবক টাকে এবার বাগে পেয়েছি । তোমাদের এভাবে পিষে মারব, ঠিক এভাবে...
...যেভাবে এই মাকড়সাটাকে পিষে মারছি !
?
ফসকে গেল !
!

!
?
ধুত্তেরি !
হ্যাঁ...ইয়ে...এই দ্বীপ হবে তোমাদের সমাধিক্ষেত্র !
সব ঠিক আছে তো, অ্যালান ?
হ্যাঁ, বস।
দেখছেন ?
ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ওই বিমান ও তোমাদের সব চিহ্ন মুছে যাবে। আর মি. ক্যারিদাস, আপনার সব লুটের টাকা হবে আমার !
তুমি উন্মাদ !
কোটিপতি হওয়া বিরক্তকর।...গা ঘামিয়ে আর টাকা করতে চাই না। তাই ভাবলাম, আপনার টাকা আত্মসাৎ করাই হবে আরও সহজ ব্যাপার। সময়ও কম লাগবে।
তুমি উন্মাদ !
না, বরং আমি বেশ খোঁজখবরই রাখি। যেমন, একটা সুইস ব্যাঙ্কে মিথ্যে নামে আপনার অঢেল টাকা আছে...অবশ্য আপনি বরাবরই জোচ্চোর...
ওই ব্যাঙ্কের নাম আর কী নামে আপনার অ্যাকাউন্ট, আমি জানি। আপনার জাল সইয়ের দুর্দান্ত কিছু নমুনাও আমার আছে। তবে অ্যাকাউন্ট নম্বরটাই শুধু আমি জানি না। এবার নম্বরটা আপনি আমাকে দেবেন !
কখনও না !
ওই কথাটাই মুখে আনবেন না, প্রিয় ক্যারিদাস... ডঃ ক্রলস্পেল, আপনি নিশ্চয় আমার কথায় সায় দিচ্ছেন ?
হি ! হি !
তুমি অত্যাচার করতে পারো ! নখ উপড়ে নিতে পারো, আগুনে ঝলসাতে, এমনকী পায়ের তলা ছিঁড়ে নিতে পারো...তবু আমি মুখ খুলব না !
ট-র-র-র
র র র র র
কুট্টুস !
মনে হচ্ছে, কুকুরটাকে মেরে ফেলল !

কাপুরুষ ! শয়তান !
মুখ সামলে কথা বলো। আমি আমার বন্ধু ক্যারিদাসের সঙ্গে কথা বলছি। তোমার সঙ্গে নয়।
আপনি অত্যাচারের কথা বলছেন, লাস্‌জলো। কী ভেবেছেন আমাদের ? আমরা কী বর্বর ? লজ্জা হয় না আপনার ? আপনার গায়ে আমরা হাতও দেব না। দয়ালু ডাক্তার ক্রলস্পেল সত্যি কথা আদায়ের জন্য চমৎকার একটা ওষুধ বের করেছেন। গোঁয়ার যেসব লোক কিছু লুকোতে চায়, তাদের মুখ খোলানোর জন্য এই ওষুধ। যন্ত্রণা হয় না।
সত্য আদায়ের ওষুধ ?... শয়তান !..বদমাশ। ..হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
চো
দাঁড়াও ! আমার টুপি !
ধুত !
ওঁকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান ড. ক্রলস্পেল। আপনার কালো থলিটা তৈরি রাখুন। মিনিট খানেকের মধ্যেই আমি যাচ্ছি।
আমার টুপি !...
চলে আসুন।
বেচারাকে ওঁর টুপিটা নিতে দিন !...ওঁর সর্দিগর্মি হয়ে যাবে !...
আমার টুপি !...
সর্দিগর্মি ? তাই না ? কিন্তু তোমার কী হবে ? তুমিও তো টুপি পরোনি...
আমার জন্য ভেবো না।
কিন্তু আমি ভাবছি ! আমি চাই টুপিটা তোমাকে পরিয়ে দিতে।
?!
দশ হাজার...
হা ! হা !
হা ! হা !
দশ হাজার পোড়া ফোস্কা !
ঢের বোকা বানানো হয়েছে ওদের এবার ঠাণ্ডাঘরে নিয়ে যাও।
ঠিক আছে।

চলো, হাঁটতে শুরু করো ! এই বুড়োর টুপিটা বেশ চেপে বসেছে, নাকের ডগাটাও দেখতে পাচ্ছে না। টিনটিন, তোমাকেই দায়িত্ব দিচ্ছি। এবার চলো !
শেষ হাসিটা যে হাসে, তার হাসিটাই হয় দীর্ঘ। বুঝেছ, বোকা !
আমরা চড়াইয়ে উঠছি। এক লাইনে এগোও। মনে রেখো টিনটিন, এই লোকটার দায়িত্ব তোমার।
বাঁ দিকে, ক্যাপ্টেন...
ডান দিকে...আর একটু ডাইনে...হ্যাঁ...
এবার বাঁয়ে এগোতে থাকুন...
এবার সোজা...
সাবধান ! এবার বাঁয়ে...
যাচ্চলে
বাঁয়ে, ক্যাপ্টেন, বাঁয়ে...
বাঁয়ে !!
বাঁয়ে !!!
ডাইনে, বাঁয়ে, ক্যাপ্টে...
যাচ্ছি...
দশ হাজার তুমুল টাইফুন !...একটু অপেক্ষা করো, অ্যালান ! তোমাকে বাগে পাব, আর তখন টুপি দিয়ে তোমার গলা, বুকের ব্যাজ সব ঢেকে দেব !
হা ! হা ! হা !
দাঁড়িয়ো না, চলো। আর দূরে নয়।
ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন ?
বাড়ি, সুন্দর বাড়ি। এটা একটা পুরনো জাপানি বাঙ্কার। যতক্ষণ না ক্যারিদাস মুখ খুলছেন, ততক্ষণ এখানেই থাকবেন। তাই আরামেই থাকুন।
তারপর আমাদের কী হবে ?
সেটা আমার বলার কথা নয় ; বসের হুকুম। তবে তোমাদের মতো পুরনো সহযাত্রীদের কাছে কিছু গোপন রাখতে খারাপ লাগছে। তোমাদের এরোপ্লেনে চাপিয়ে সেটাতে টানতে-টানতে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা থাকবে ওই এরোপ্লেনের ভেতরেই !...হা ! হা ! হা !
দড়াম !
কাঁকড়া বিছে !

নোংরা এক হাতুড়ে ডাক্তার !...তোমার সুচ আমার গায়ে ফুটিয়ে দিয়েছ ! জাহান্নমে যাও !

আমি...আমি...খুবই দুঃখিত...

সু...সুচ...ওষুধ ছিল ? ডাক্তার ! না কি ছিল না ?...বলো !

ওটা...ইয়ে... খালি...ইয়ে...

প্রায়...আপনার...আপনার খারাপ লাগছে না তো...

আমি ? খারাপ ?... খারাপ ? আমি...খারাপ ?

আমি ? খারাপ ? হ্যাঁ, আমি খারাপ ! আমি হচ্ছি মূর্তিমান শয়তান...একেবারে খাঁটি কথা । কথাটা কেউ অস্বীকার করুক !

ক্ষমা করুন আমাকে ! আমিই মূর্তিমান শয়তান... আপনার চেয়ে ধনীও, শুনে রাখুন ।

তাতে কী এসে যায় ? যা বলছি শুনুন । আমি আমার তিন ভাই ও দুই বোনের সর্বনাশ করেছি, আমার বাবা-মাকে গাড্ডায় ফেলেছি । এ নিয়ে কিছু বলার আছে আপনার ?

অতি তুচ্ছ ! শিশুসুলভ । আমার এক খুড়ি আমাকে নিয়ে লজ্জায় মরে গিয়েছিলেন । টেক্কা দাও এই ঘটনাকে ।

শিক্ষানবিশ ! আমার জাতের লোক আপনি নন । কী কৌশলে আপনাকে অপহরণ করেছি, ভেবে দেখুন । ধূর্ত লোকের পক্ষেই এটা সম্ভব, ঘরে বিন্দুমাত্র শিষ্টতা নেই !

তুমি, ডাক্তার ! ক্যারিদাসের গোপন অ্যাকাউন্ট নম্বরটা পেতে তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম । বলেছিলাম তোমাকে ৪০ হাজার ডলার দেব । একই সঙ্গে তোমাকে খতমের ষড়যন্ত্রও করেছিলাম ।...ঠাণ্ডা মাথায়, খুন তা'ই না ? ...তুমি স্বীকার করো না ?

সন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদীদের কথা ভাবো ...বোকা । ওদের টোপ ফেলে দলে টানলাম । বললাম, তোমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সাহায্য করব । হা ! হা ! হা ! ওদের ভাগ্যে যে কী আছে, তা যদি ওরা জানত !

ওদের জিনিসপত্র উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে । ওরা বাড়ি ফেরার আগেই তা নষ্ট করে দেওয়া হবে ।

লোকটা দৈত্য !

অন্যদের সম্বন্ধেও একই কথা... । স্পল্ডিং ও বিমানকর্মী । ওরা ভেবেছে, আমি যে টাকা দিচ্ছি তাতে ওরা বড়লোক হয়ে যাবে । কিন্তু আমি চাইলেই ওদেরও সরিয়ে দেওয়া হবে । হা ! হা ! হা ! স্বয়ং শয়তানও এটা ভালভাবে করতে পারবে না ।

ফুঃ ! তুমি এখনও পাঠশালাতেই পড়ে আছ !

এবার মোদ্দা কথায় আসি ! হ্যাঁ, বা না ! আপনার চেয়েও আমি বদমাশ এটা স্বীকার করেন, কি করেন না ?

না, কখনও না । শুনতে পাচ্ছ ? ...আমি বরং আগেই মরব !

ঠিক আছে । যদি তা'ই চাও, মরো ।

চটপট ! ঠিক সময়ে গিয়ে বাধা দেব !

এখন দরজাটা খুলব কী করে ?
প্রহরী ! ...বাঁচাও ?
কড়াত
!
চটপট, বসো এখন...
?
?
ইয়ে...ই...হা-হা-হাত তোলো !
ওঃ ! মাথাটা এমন করছে কেন !
ওকে বেঁধে ফেলুন, ক্যাপ্টেন ! আমি গিয়ে রাস্টাপপোলাসকে দেখছি !
হাত তোলো, শয়তান !
টিনটিন ! কী সৌভাগ্য ! তোমাকেই খুঁজছিলাম !
হাত তোলো ? দেখতে পাচ্ছ না হাত বাঁধা ? চোখে দেখতে পাও না !
তুমি আমার হয়ে ওঁকে বলো...পুরনো বন্ধু তুমি...বহু বছর আমাদের পরিচয় । আমি মূর্তিমান শয়তান, কথাটা কি ঠিক নয় ?...ওঁকে বলো...উনি বিশ্বাস করছেন না ।
?
আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না ! বিশ্বাস করি না ! বিশ্বাস করি না ! যাই হোক, আমার টুপিটা চাই !
ক্যাপ্টেন, ঈশ্বরের দোহাই, রাস্টাপপোলাসের মুখ বেঁধে ফেলুন ।
এখনই যাচ্ছি...
ও-হো-হো, কেউ আমাকে ভালবাসে না !
স্টিকিং প্লাস্টার ! এটা হঠাৎ হাতে পাওয়ার সুবিধে হল !
ও-হো-হো হো-হো...
এই যে !
এতক্ষণ তো খুব বাহাদুরি করছিলে : এবার বলো সবচেয়ে নোংরা কুকুরটা কে ? তুমি, না আমি ?...আঃ ! তুমি কথা বলবে না, তাই না ? জবাব দিতে পারছ না !
মমমমবব
আমাদের যেতে হবে মি. ক্যারিদাস ! এই জায়গাটা নিরাপদ নয়...
চোপ ! লাস্‌জ্‌লো ক্যারিদাস যখন কথা বলে, অন্যরা চুপ করে থাকে !
ইতিমধ্যে...
বস ওখানে কী করছেন ? ...আমি বরং গিয়ে দেখে আসি...

নিজেকে শয়তান বলে জাহির করছ, এখন আমার কথার উত্তর দাও...তুমি লোকের মুখ চাপা দাও...তুমি...
ম ব ল ল
শুনুন মি. ক্যারিদাস, আমরা বিপদে পড়েছি...
আমার কথায় বাধা দেওয়ার অনুমতি তোমাকে কে দিয়েছে ? যা...বলছি মগজে ঢুকিয়ে নাও : কোনও কিছু এবং কেউ লাসজ্লো ক্যারিদাসের মুখ বন্ধ করতে পারে না।
তাই বুঝি ?
ম ব ল ল ম ম ব ব ব ববমলববল
কোনও কিছু, এবং কেউ, ইয়ে ?
ওঁর টুপি। ধন্যবাদ কুট্টুস। এটা পেয়ে ওঁর মেজাজ হয়তো ঠাণ্ডা হবে।
আপনি যুক্তি মেনে চললে আমাদের এটা করতে হত না, মি. ক্যারিদাস।
ম ব ল ল
আমরা বহু সময় নষ্ট করেছি। এখন যেতে হবে। গিয়ে দেখি উপকূল সাফ হল কি না।
হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই করো আমি আসছি।
ঠিক আছে, কেউ নেই। আপনি ওঁদের নিয়ে আসতে পারেন।
আসছি...আসছি...
ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন ! চটপট আসুন।
আমি আসছি... আসছি...
আসছি আসছি ! কখন আসছেন ? এখন, না আগামী সপ্তাহে ?
দুঃখিত...আমি...স্টিকিং প্লাস্টার নিয়ে ঝুটঝামেলায় পড়েছিলাম। কী বলছি বুঝতে পারছ। কোনওরকমে রেহাই পেয়েছি...
ভাল। তবে জলদি করুন।
আগের দুটো যেমন আছে থাক। ওই তিনটে ভাঁড়কে নিয়েই এখন ব্যস্ত থাকতে হবে। চলুন, যাই।
হ্যাঁ !
আশা করি আর কোনও ঝামেলায় পড়তে হবে না।
?
?

গুড়ুম
হুইইইইই
!!
ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট-ট্যাট
থামুন ! গুলি নষ্ট করবেন না । মনে হচ্ছে শীঘ্রই ওগুলো কাজে লাগবে !
ডাকাত !
দশ মিনিটেরও কম সময়ে পুরো দলটা আমাদের পিছু নেবে । জলদি, অন্যদের সঙ্গে আবার আমাদের যোগ দিতে হবে ।
ঠিক আছে ।
মমবলল
?
হাত বাঁধা, মুখ বাঁধা অবস্থায় আমি কী করছি ? কার এত সাহস...আমি... ডায়াভলো...আমাকে বন্দি করা হয়েছে !
বলমমব
কী...হচ্ছেটা কী ? কোথায় আমি ? কী হয়েছে ?
হুইট
হুইট
হুইসিল দিচ্ছে । তার মানে অ্যালান ওর লোকদের ডাকছে । ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে ।
ওদের পিছু নিয়েছে অ্যালান । আমরা এখনও শেষ হয়ে যাইনি...
আরও জলদি ক্যাপ্টেন, আরও জলদি...
ওদের দেরি করিয়ে দিতে হবে...তেমন কঠিন নয়...
?
?
আলপিনের মতো পড়ল ! খুত ! মরে গেছে !
গর্জনকারী টাইফুন !

আমরা কী করব, ক্যাপ্টেন ? এঁকে ফেলে যাওয়া ঠিক নয় : বন্দি হিসেবে এঁর খুব গুরুত্ব আছে।
জানি...
তবে এঁকে যদি বয়ে নিয়ে যাই, ওরা এখনই আমাদের ধরে ফেলবে।
দাঁড়াও...হয়তো একটা সমাধান করা যাবে।
ঠিক এটাই খুঁজছিলাম।
কী করছেন ?
কটাস
?
ও যে সত্যিই অজ্ঞান হয়েছে, এটা সুনিশ্চিত করতে চাই—
ওই কাঁটা দিয়ে কী হবে ?
?????
ননননন !
শরীরের ঠিক জায়গা বেছে নিয়ে স্রেফ একটা খোঁচা...আর তা হলেই...
অন্যদের যেখানে ফেলে গেছি, আমরা তার কাছেই এসে পড়েছি...
খট
?
এটা আবার কী জন্তু ?
মনিটর !
এখানে এল কোত্থেকে এই গিরগিটিটা। মনে হচ্ছে, ডুবায় যুগ থেকে এসে পড়েছে !
মমমমমম
মমমমমম
মমম
মম
মমমমমম

মমববল
মমমমম
?
ক্যারিদাসকে পাকড়াও করব। ক্যাপ্টেনও রাস্টাপপোলাসকে ধরে ফেলবেন।
ব্যর্থ ! ও আমার পিছু নিয়েছে !
সুন্দরী, তুমি আর বেশি দূরে যেতে পারবে না !
রাস্টাপপোলাস কোথায় ?
জানি না...আ আ...আমার বন্দুক...আ আ আটকে গেছিলাম...আ আ...একটা গাছে...খুব দুঃখিত...
আপনার দোষ নয়, ক্যাপ্টেন। তবে, ব্যাপারটা দুঃখজনক। তবু চলুন, এগোই। ওর পিছু নিয়ে লাভ নেই। এখন ও মাইলকয়েক দূরে।
প্রায় দশ গজ...প-প-প খুব বেশি হলে...প-প-প...বোকার দল !
ঠিক আছে, টিনটিন। আগে আমার বন্দুকটা নিই।
?
চতুর শয়তান...পালিয়ে গেছে !
মববলল
গররর
ক্যারিদাসের পাহারায় কুট্টুসকে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা ক্রলস্পেলও কাজটা ভালই করবে।
হুম !
চুপ !...শ শ...শোনো !...ওরা খুব একটা দূরে নয়...

?!
এ কী ! বস !
?
অ্যালান !...বেঁচে গেছি !
দুম
ওদিকে...
ক্রুলস্পেলকে মোটেই ভাল লাগছে না । ...মনে হচ্ছে, ওকে বিশ্বাস করা ঠিক হচ্ছে না তোমার ।
মানছি, এতে ঝুঁকি আছে ।
বলমমবম... মবমমবল...
...ও কিন্তু জানে, বিত্তবান মালিক ওকে একটা গোলমেলে কাজে জড়িয়েছেন । তাই ও আমাদের মতোই ওঁর নাগাল থেকে দূরে থাকতে চায় । ও আমাদের কীভাবে সাহায্য করল, দেখেছেন তো ?
হ্যাঁ...জানি...কিন্তু...
উঃ উঃ !
!
!
কী সাঙ্ঘাতিক আর্তনাদ... রক্ত হিম হয়ে যায়...
উঃ ! মাথার চুল খাড়া হয়ে যায় আর কী...
অ্যাঁ অ্যাঁ !
আনন্দ করুন, বস ; এটাই শেষ ।
অ্যাঁ অ্যাঁ !
গলা শুনে মনে হচ্ছে রাস্টাপপোলাস
লোকটা যেই হোক, মোটেই ভাল নেই ।
কী করছ এখানে ? ওদের পাকড়াও করো । ভুলো না, ক্যারিদাস ও ক্রুলস্পেলকে আমি জ্যান্ত চাই ! স্রেফ...
...আচ্ছা দাওয়াই দেব, তাই না ?
বোকা !...কথাটা আমাকে মনে পড়িয়ে দিতে হবে ?!
ছেলেরা, আমার সঙ্গে এসো... সন্তোনেশিয়ান বিপ্লবের শত্রুরা নিপাত যাক !

ওখানে !...সাবধান !...শব্দ কোরো না... ওরা যেন...
ঘেউ ! ঘেউ ! ঘেউ ! ঘেউ !
!
ওই যে ওখানে ! আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি...ক্যাপ্টেন, অন্যদের সামলান !
আমি কিন্তু...
ক্যাপ্টেন, যান ! আমি ঝুঁকি নিতে চাই না !
ঘেউ ! ঘেউ !
গুড়ুম
গুড়ুম
হুই হু
এবার আমার পালা ! বাঁ দিকে একবার !
র‍্যাট ট্যাট ট্যাট
আর একবার ডান দিকে
র‍্যাট ট্যাট ট্যাট
দৌড়ে সরে যাই, ওরা ভাবুক, আমি এখনও এখানেই আছি...
কী, কী ব্যাপার ? মনে হচ্ছে, আমার মাথার ভেতরে কে কথা বলছে...
আরও উঁচুতে ? বাঁ দিকে ? বড় চ্যাপটা পাথরের নীচে...হ্যাঁ, তুমি যা বলছ করব...
এবার আমার পালা ! তোমাকে আড়ালে রাখতে হবে...
না, আমার সঙ্গে আসুন ! আমি জানি, কোন জায়গাটা নিরাপদ !
নিরাপদ ?...কোথায় নিরাপদ ? কী বলছ ?
জানি না ! তবে চ্যাপটা, বড় একটা পাথর ওপরে আছে ! কাছাকাছি আসুন ! এদিকে, চটপট !
চ্যাপটা, বড় পাথর ? জানলে কী করে ?
আসুন ! চটপট ! জলদি করুন !
ওই তো ওখানে...এবার, ওই কোপের পেছনে...
?
!

ভেতরে যন ডাক্তার। সাবধান, খানদশেক সিঁড়ি পাকো।
তুমি জানলে কী করে?
আমি দেখতে পাচ্ছি।
ঠিক আছে? ভাল। এবার ক্যারিদাস। ওঁকে শক্ত করে ধরুন, যাতে পড়ে না যান।
ম ব ল ল
এবার আপনি ক্যাপ্টেন। জলদি! আমরা কোথায় যাচ্ছি, ওদের দেখতে দেব না। জলদি!
টিনটিন, জানতে চাই! কোথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছ, বলো!
জানি না। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ! কী করবেন, চটপট ভেবে নিন!
ঠিক আছে, আমি আসছি!
?
!
উঃ!...কী ভয়ঙ্কর! ...পালা এখান থেকে!
ওঃ, আসুন ক্যাপ্টেন! ওরা নিরীহ প্রাণী। আপনাকে খেয়ে ফেলবে না!
ঈশ্বরের দোহাই, চলে আসুন ক্যাপ্টেন!
রক্তচোষা বাদুড়ের শিকার হব? ...না! আমি এখানেই থাকছি!
গুড়ুম
গুড়ুম
হুইই
হুইই
গুড়ুম
হুইইট
হা! হা! খুব চালাক ভাবছে নিজেদের! ওরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে!
টিনটিন! অ্যালান বলছি!... বুদ্ধিমানের মতো বেরিয়ে এসো নইলে আমার আর ধৈর্য থাকবে না, গ্রেনেড ছুড়ব।
উত্তর নেই?...ঠিক আছে। তুমি যদি এটাই চাও...

অপেক্ষা করো, পিনটা খুলি...
...এবার এসে গেল... এক...দুই...
...তি...
মাথা খারাপ নাকি ? কী করছি ? বস বলেছেন, ক্যারিদাস ও ডাক্তারকে জ্যান্ত চান !...যা করছিলাম, আমার চামড়া তুলে নিতেন !
কি—কিন্তু এটা নিয়ে কী-কী করব ?
শোনো, সাবধান হও তোমরা ! যত দূরে পারি, গ্রেনেডটা ছুড়ে দিচ্ছি ।
উঃ ! ওটা হাতে নিয়ে ঘেমে যাচ্ছিলাম ।
দুম
যাক, এবার কামেলা কটিল !
কোন পাগলের মাথায় এমন চমৎকার বুদ্ধি খেলল ?!...দুমদাম গ্রেনেড ছুড়েছে !
ও, তা হলে তুমি । পুঁচকে ফড়িং । বোকচন্দর । মাথা মোটা !!
গেঁয়ো বোকা ! বন্দিদের কী হল ? কোথায় ওরা ?
ও-ও-ওখানে...ওই গুহায়...
...গুহায় ! গুহায় ! গুহা থেকে ওদের বের করে আনতে কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে, শুনি ? কীসের জন্য অপেক্ষা করছ !
যাও, এগোও !...ওদের বের করে আনতে কে তোমাদের বাধা দিচ্ছে শুনি ?...কীসের জন্য অপেক্ষা করছ !

দাঁড়াও !...ব্রেন্তি...ব্রেন্তি লা !
কী হয়েছে ? এগোও, এগোচ্ছে না কেন ?
?
দিসানা...ডায়াতাস বাতু কারাং.. লিয়াতলা তান্দা দাওয়া তু তারবাং ইনি ডায়াতসে কেরেতা তু বেরাপি
সাজা
ইতু বেতুল !
কী হয়েছে ? বিপ্লবের সাহসী সেনারা কি এক মাতাল নাবিক, বামনের মতো দেখতে একটা শিশু আর গোটাকয়েক লোককে ভয় পাচ্ছে ?
না প্রভু, না । অন্ধকারে, নীচে নামতে চাই না । ওই দেখুন চিহ্নটা—ভগবান ওখানে ওই চিহ্নটা দিয়েছেন ...আগুনের গাড়িতে ওরা আকাশ থেকে আসে । আমরা যদি ওখানে যাই, ওরা আমাদের শাস্তি দেবে ।
কী ?
বিড়বিড় করে কীসব বলছ ? ...বোকার হদ্দ...তোমরা কি আমার হুকুম অমান্য করছ ? কুকুরের দল, এই কাপুরুষতার মূল্য দিতে হবে !
না, বস !...মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে । ওরা আমাদের কাজে লাগবে...ভেবে দেখুন, কাল রাত্রে আকাশে অদ্ভুত আলোটা দেখে ওরা কী ভয়ই না পেয়েছিল...আমাকে এটা সামলাতে দিন ।
ঠিক আছে । যত তাড়াতাড়ি পারো সমুদ্রের ধারে যাও, বিমানের লোক দুটোকে গিয়ে বলো, আমরা ওদের চাই । জলদি !
যাচ্ছি প্রভু !
ওদের বলো, ওরা যেন টর্চ ও একটা দড়ি সঙ্গে নিয়ে আসে, সঙ্গে অবশ্যই বন্দুক ।
আনতে বলব, প্রভু ।
রাতের আগেই ওরা যেন এখানে চলে আসে !
হ্যাঁ, প্রভু !
চমৎকার !...এবার ক্যাপ্টেন আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি এবং বিস্ময়বালক । দু'হাত তুলে ইঁদুরের গর্ত থেকে চুপচাপ বেরিয়ে না এলে...
...তোমাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসব !

ওরা এখনই এসে যাবে...তারপর ওদের পাকড়াও করব...ইয়ে...দুঃখিত, বস... ইয়ে, একটা সিগারেট ধরাবেন ?
চোপ !
কটর-র
?
কী ওটা ?
ওঃ ! একটা বানর ! একটা প্রবো... মনে পড়েছে । একটা প্রবোসিস বানর !
হা ! হা ! দেখুন খরগোশের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে !
কী দৃশ্য ! নাকটা কী লম্বা ! এরকম লম্বা নাক কখনও দেখেছেন ?
কার কথা মনে পড়ছে ?... হ্যাঁ, কে হতে পারে...
?! pff ?... hm
ইতিমধ্যে...
আমাদেরই একজন ফিরে আসছে...
লম্বা লোকটা তোমাদের ওখানে যেতে বলেছেন । চটপট...
কী ব্যাপার ?
ঘন্টাকয়েক আগেই সব শেষ হওয়া উচিত ছিল, প্লেনটাও সমুদ্রের নীচে । এখানে আমাদের ধরে ফেলতে পারে । বাঃ, রেডিও খবরটা শুনি ।
ম্যাকাসার ও ডারউইনের মধ্যে কোটিপতি লাসজলো ক্যারিদাসের যে বিমানটি নিখোঁজ হয়ে গেছে, এখনও তার খোঁজ মেলেনি । রাত্রে তল্লাশি বন্ধ রাখা হয়েছে, ভোর থেকেই আবার তা শুরু হবে ।
তা ভাল, কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল । চলে এসো ।
আমি যাচ্ছি না । জঙ্গলে গিয়ে হামাগুড়ি দিতে পারব না ।
চলো, স্পল্ডিং !
টিনটিন, কখন তুমি সব খোলসা করে বলবে ? পোড়া, নীল ফোসকাগুলো আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?
বলেছি তো ক্যাপ্টেন, আমি নিজেও জানি না । ...কেউ মনে হয় আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । আমি শুধু তার হুকুম তামিল করছি । এর বেশি কিছু বলতে পারব না...

আর একটা কথা : আমরা কী করে এখানে রাস্তা দেখতে পাচ্ছি ? জায়গাটা তো অন্ধকার থাকার কথা ।
জানি ব্যাপারটা অদ্ভুত ! সূর্যমন্দিরের সেই অদ্ভুত আলোর কথা মনে পড়ছে ।
তবে মনে হচ্ছে আমরা আমাদের গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গেছি । ...হ্যাঁ ওই মূর্তিটার কথাই আমাকে বলা হয়েছিল...
মহাপ্রভু স্বকণ্ঠে তাঁর মহাপ্রভুকে এই মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন । এই জায়গাটা এত গরম কেন, এ-কথাও হয়তো দয়া করে জানিয়েছেন । যেন তুর্কি স্নানাগার !
জানি না । হয়তো কাছেই কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে...
হয়তো ওঁরা গরম চাও পরিবেশন করেন !
লাভা হতে পারে । আগ্নেয়গিরির খুব কাছে আমরা । ক্ষমা করবেন ।
চোখ...এই চোখে জোরে চাপ দিন...ডান চোখে... দেখতে পাচ্ছি...
?
?
!
!
?
!
গোপন পথ ! অবিশ্বাস্য ! ...চোখে চাপ দিতেই রাস্তাটা খুলে গেল... আমরা অবশ্যই এগোব ।
ভেতরে ? কিন্তু...
আমি শেষে যাব, ক্যাপ্টেন । আপনি এগোন, তারপর মূর্তিটা আমি ঠিক আগের অবস্থায় রাখতে পারব ।

ওটা পেছন থেকে লাগিয়ে দিয়েছি, ঠিক যেমন আমাকে বলা হয়েছিল। মনে হয় এখন আমরা নিরাপদ, যাকে আমার 'কণ্ঠ' বলছেন, তার নির্দেশ যদি ঠিক বুঝে থাকি।
তোমার কণ্ঠ!
ম ব ল
এখানে কণ্ঠস্বর! ওখানে কণ্ঠস্বর! মনে হয় নিজেকে তুমি জোয়ান অব আর্ক ভাবছ? যথেষ্ট বোকামি করেছ। তুমুল টাইফুন, রসিকতা শেষ হয়েছে। এই জায়গাটা যে আছে, বলো তুমি জানলে কী করে। কোটি, কোটি পোড়া, ফোসকা, বলো!
আমি কিন্তু
ম ব ল
কী...কী...?...কে-কে-কে? কে-কে কথা বলছে?...কী বলছ? ...আমি এত চেঁচাব না? ন-ন-না সার।
উ-উন্মাদের কাণ্ডকারখানা...আমি...তুমি বিশ্বাস করবে না, কে যেন টেলিফোনে কথা বলছে, আমার মাথার ভেতরে শব্দ করে আমাকে জাগিয়ে তুলছে। ...তুমি হাসতে পারো, কিন্তু এটাই ঘটেছে, ঠিক যেমনটি বলেছি...
শ-শ শুনুন!
পায়ের শব্দ
হ্যাঁ
কে ওখানে!
বুঝতে পারছ? আমার মাথার ভেতরে যেন একটা লাউডস্পিকার বাজছিল!...বিশ্বাস হচ্ছে না...পুরোপুরি...
দু-দা-ন্ত!
ক্যালকুলাস!
প্রোফেসর!...কোথা থেকে এলেন? অন্যরা কোথায়?
দ্যাখো, আমি ঠিক বলেছি, তাই না?
তুমিই এখনও আমাকে বিশ্বাস করো না? এখনও সন্দেহ করছ?
না, না, প্রোফেসর, কিন্তু...
তাই?...এ তো একেবারে সোজা: ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে পারো...

শুভসন্ধ্যা, ভদ্রমহোদয়গণ। এখানে আপনাদের পেয়ে ভাল লাগছে।
আমার নাম মিক কানরোকিটফ। আপনাদের পথ দেখাচ্ছি।
'স্পেস-উইক' পত্রিকার বিখ্যাত কানরোকিটফ?
পথ দেখাচ্ছেন?
অবশ্যই। মিনি এরিয়েল লাগানো ছোট যন্ত্রটা দেখছেন?
হ্যাঁ, কী যন্ত্র ওটা?
!
চিন্তা সম্প্রচার যন্ত্র...বিজ্ঞানের দুনিয়ায় টেলিপ্যাথি নিয়ে খুব অল্পই কাজ হয়েছে, অর্থাৎ মানুষের বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানের অন্য দুনিয়ায় চিন্তা সম্প্রচার বহু বছর ধরে হয়ে আসছে।
অন্য বিশ্ব? সেটা আবার কী?
অন্য বিশ্ব? মানে ভিনগ্রহ।
?!
?!
আমাদের নিশ্চয় বোঝাতে চাইছেন না যে, আপনি...
আমি? না? আপনারই মতো এক সাধারণ মানুষ।
পৃথিবী ও অন্যগ্রহের মধ্যে যারা যোগাযোগ রাখে আমি তাদেরই একজন। মানুষের সব কাজকর্ম সম্বন্ধে ভিনগ্রহীদের অবহিত রাখাই আমার কাজ...বুঝতে পারছেন?...এই দ্বীপে বছরে দু'বার ওদের সঙ্গে দেখা করি...
...এই পুরনো মন্দিরটার কথা লোকেরা ভুলে গেছে, কিন্তু...অন্যায় নয়, যারা হাজার হাজার বছর ধরে এখানে আসছে। ...মূর্তিটা দেখেছেন? মহাকাশচারী, হ্যাঁ?
যথেষ্ট হয়েছে। আপনার এই আষাঢ়ে গল্পের এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। আপনার ওই মহাজাগতিক গপ্প দিয়ে বোকা বানাতে পারবেন না!
!
আমি...হ্যাঁ, স্যার...না, স্যার। আর বলব না...ক্ষমা চাইছি? না, আমি আপনার কথার মাঝখানে কথা বলব না...
আবার শুরু করা যাক। মহাকাশযানে গতরাত্রে এখানে এসেছি। আজ সকালে এই দ্বীপে বেশ কর্ম তৎপরতা নজরে পড়ল। আসলে এই দ্বীপটা জনমানবহীন। দেখলাম দারুণ সব প্রস্তুতি চলছে। বিমান নামছে। মনে হচ্ছে, একটা ফাঁদ...
আ আ আ আ
?
?

ওঁকে সামলাতে পারছি না...পাগল হয়ে গেছে...আমার পায়ে লাথি মেরেছেন...
মববললম
আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি। ওঁকে হয়তো ছেড়ে দেওয়া যায়। কী মনে হয়, আপনার ওই সেরামের ঘোর এখনও কাটেনি ?
ও, না ! এতক্ষণ তো ঘোর কেটে যাওয়ার কথা
মববলল
ওঃ ! ওঃ !
এর মূল্য তোমাকে দিতে হবে। আমি কখনও এমন অপমানিত হইনি।...আমার টুপিটা চাই। এক্ষুনি ! কোথায় আমার টুপি ? টুপিটা দাও। আমার দাবি !
উনি রাগ করছেন কেন ?
আপনাকে বলব..
কেউ গিয়ে টুপিটার খোঁজ করো। এক্ষুনি ! শুনে রাখো, টুপিটা যুদ্ধের আগের ব্রস অ্যান্ড ক্ল্যাকওয়েলের !... ওটার বদলে আর কোনও টুপি চলবে না।...বলছি, ওটা আমার টুপি !
কিন্তু...
ওঁকে ওঁর হাত থেকে বাঁচতে হলে স্রেফ বেঁধে রেখে মুখে কিছু একটা গুঁজে দিতে হবে।
বিরক্তিকর।... আমি দেখছি।
সোজা আমার দিকে তাকান !
কী ?...এমন সাহস তোমার, ওই গলায় আমার সঙ্গে কথা বলছ। জানো, আমি কে ?
এই আপনার টুপি। মাথায় পরে নিন, শান্ত হোন।
ধন্যবাদ ! অজস্র ধন্যবাদ !
আমার সুন্দর ব্রস অ্যান্ড ক্ল্যাকওয়েল !...নোংরা হয়ে গেছে...আঃ, শুধু ধুলোর আস্তরণ।
টুপিটা ফেরত পেয়ে খুব ভাল লাগছে। টুপিটা মাথায় না থাকলে আমার ঠাণ্ডা লাগে।
সহজ ব্যাপার। ওঁকে সম্মোহন করা হয়েছে। ওঁর ধারণা, উনি টুপিটা পরে আছে।
সামনের দিকে টুপিটা নেই।...না, সোজা হয়নি।
খুঁজে দেখব। ডায়ভ্লো, ওরা নিশ্চয়। হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি।

তা, যে কথাটা বলছিলাম। বিমান এখানে নামল : সাঙ্ঘাতিক সেই অবতরণ। দেখলাম, আপনাদের বন্দি করে পুরনো আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হল।
হ্যাঁ, তবে আমরা পালিয়ে এসেছি...
ঠিক তাই। তবে দেখতে পাচ্ছি, আপনারা মুক্ত হলেও অন্যরা আপনাদের অনুসরণ করছে। ভেবে দেখলাম, আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। তাই টেলিপ্যাথি-যোগাযোগ করে আপনাদের এই মন্দিরে নিয়ে এলাম।
আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। আপনার সাহায্য না পেলে কে জানে...
হ্যাঁচ্চো
?
ওঃ ?
আঃ !
আপনার কিছু হারিয়েছে ?
দেখতে পাচ্ছ না, আমার টুপিটা পড়ে গেছে ?
?
কিছু লোক সবসময় এক-একটা কথা সহজেই উচ্চারণ করে।
আপনাদের নিয়ে কী করা যায় তা নিশ্চয় ভিনগ্রহীরা ভাবছেন...আপনাদের ভাষায় যাকে বলে উড়ন্ত চাকি।
উড়ন্ত চাকি ? !
তা হলে এবার আমরা উড়ন্ত চাকির কথায় এসে পড়লাম ! বেশ বাড়াবাড়ি করছেন আপনি। আমাদের এত বোকা ভাববেন না।
এখনও সন্দেহ ? তা হলে দেখুন, আপনার ডান দিকে।
ওই যে দেওয়ালে দেখুন। নিশ্চয়ই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে যারা করেছে তারা অন্য গ্রহের।
হাজার-হাজার বছর আগে দেবতাদের উপাসনার জন্য লোকেরা এই মন্দির তৈরি করছিল, যারা আকাশ থেকে এসেছিল আগুনের রথে। আসলে আগুনের রথ মানে মহাকাশযান, ওই যে ওরকম।
আর ঈশ্বররা হলেন... মূর্তিটা দেখেছেন...
কার সঙ্গে মিল আছে মনে হয় ?
দেখে মনে হচ্ছে মহাকাশচারী। হেলমেট, মাইক্রোফোন, ইয়ারফোন...
নীচে, বাঁ দিকে ওটা কী পড়ে আছে ?
?
টুপি ! ক্যারিদাসের টুপি !

ঠিক জানো, এটা ওর ? দ্যাখো, ওতে ওর সই আছে কি না ।
?
গোলমেলে ব্যাপার । বেরোচ্ছে না । ...মূর্তির পাদানিতে চাপা পড়েছে ।
মূর্তির নীচেই যদি ওটা পড়ে আছে, তা হলে তো তোলা উচিত, বেকা কোথকার !...টানো, জোরে টানো ! টানো !...
হেঁইও !... হেঁইও !...
!
ক্রিচচচ
অপদার্থ ! অপদার্থ !
অপদার্থ !
দুঃখিত, বস ! দুঃখিত !
এল. সি. : লাস্তলো ক্যারিদাস...এটা ওঁরই । দেখুন, বস ।
আ'ই...টুপিটা তুলতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হল ?
তার মানে, মূর্তির নীচে টুপিটা চাপা পড়েছিল ! অর্থাৎ, নিশ্চয় কোনও গোপন রাস্তা আছে... খুঁজে দ্যাখো ! তোমরা সবাই !
চালাও ! হাত চালাও ? মূর্তিটায় নিশ্চয় কবজা আছে ।
মিনিট দশেক পরে...
নড়ানো যাচ্ছে না, বস... ডিনামাইট থাকলে ভাল হত ।
ডিনামাইট ?...ওর চেয়েও ভাল কিছু আছে !
জলদি । সন্তনেশিয়ানদের জন্য যে প্লাস্টিক বিস্ফোরকগুলো এনেছি, সেগুলো নিয়ে এসো চটপট !
চালাক বন্ধুরা, রাস্টাপপোলাসকে তোমরা চেনো না...এই মন্দিরটা যদি টুকরো-টুকরো করে ভাঙতে হয়, তাও আচ্ছা ! তোমাদের পাকড়াও করবই ।

আমরা ভিনগ্রহীদের কথা বলছিলাম : ওরা আপনাদের নিয়ে কী করবে। শুরুতেই ওরা হয়তো আপনাদের সম্মোহিত করে ফেলবে ?
কী ? আমাদের সম্মোহিত করবে ?
না, না, হাজারবার বলছি না। ভাববেন না যে, আপনাদের ওই প্রাগৈতিহাসিক উড়ন্ত চাকিতে ভেসে আসা ভিনগ্রহীরা আমাদের সম্মোহিত করবে, আর আমরা তা হতে দেব। আপনার জন্যে এটা হবে না।
ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোনও ক্ষতি নেই। আপনাদের সম্মোহিত করা হবে, এখানে যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, সব ভুলে যাবেন। শুধু ক্যারিদাসের বিমানে আসার কথা মনে থাকবে।
কিন্তু আপনি কী করে জানলেন ?
ওই বিমানের ঘটনা ? কী করে জানলাম ? টেলিপ্যাথির ব্যাপার নয়। আপনাদের সঙ্গী স্কাট ও জিনো আমাকে বলেছে।
হ্যাঁ, ওদের কথাও বলছি। ...প্রোফেসরের সঙ্গে একই সময়ে গোপন আর-একটা পথে ওরা মন্দিরে ঢুকেছিল, যে প্রহরীদের আপনারা বেঁধে রেখেছিলেন তাদেরও সম্মোহিত করেছিলাম। তাদের ছেড়ে দিয়েছি। তারা সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে নানা আতঙ্কের সৃষ্টি করছে।
শুভ সন্ধ্যা !
?
এই ছোকরা, ভদ্রতা শেখো। তোমাকে দেখে আমি টুপি খুললাম...তুমি অন্তত তোমার টুপিটা একটু তুলতে পারতে।
স্বপ্নেও এটা ভাবতে পারি না !
আপনার কথার প্রতিবাদ স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তবে মনে হচ্ছে, এখানে অপমান খুব বেশি।
ভুঁইফোড়
প
অ
ফ
?
?
?

ইতিমধ্যে...
সেই বোকা অ্যালান ! কী করছে সে এখন ?...
অনেক আগেই ওর ফেরার কথা । ওদের মূর্তিগুলো আকাশে উড়িয়ে দেব... তারপর দেখব...আরে ?
?
মাথার আব...চলে গেছে !...ভাল লক্ষণ । এর মানে, আমার ভাগ্য বদলাচ্ছে !
দুড়ুম
?
?
?
ভূমিকম্প !
আমার কপালেই এসব জুটছে কেন ? কী করেছি আমি ? একটা মাছিরও ক্ষতি করিনি !...কোনও ন্যায়বিচার নেই !
একই সময়ে...
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ
হ্যাঁ, শেষ...এই এলাকায় প্রায় ভূমিকম্প হয়, তবে তেমন জোরালো নয় । ...তবু এখন কেন হল, ভাবছি...
এখন ! এই সময় ?..
কাথবার্ট, দোহাই আপনার !
ক্ষমা চাইছি : ও এটা শুরু করেছে !
আপনার টুপি ? ওটা তো আপনার মাথাতেই ।
কী একটা অস্বস্তি হচ্ছে এখন, ঠিক কেন জানি না...
তাই ?
হ্যাঁ, বাতাসে অদ্ভুত কিছু একটা টের পাচ্ছি...এখানে থাকা ঠিক নয়...চলে আসুন, আপনাদের সঙ্গীদের কাছে যাই ।
কী হচ্ছে এখানে ?
না, এটা ওরই কাজ !
চটপট । বিপদের সঙ্কেত পাচ্ছি ।

ওই আপনার সঙ্গীরা
হ্যালো !
টিনটিন !
দুর্দান্ত !
ক্যাপ্টেন, টিনটিন, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় ভাল লাগছে।
খুব ভাল লাগছে ! আবার দেখা হল।
স্কাট, পুরনো জলদস্যু !
আসুন, আসুন দেরি করবেন না...
ইতিমধ্যে...
শেষপর্যন্ত আসতে পারলে ! সময় হল ! কিন্তু...কী খবর ?
দেকুন বচ, উমিকম্প হয়েচিল...
জানি, বেকা কোথকার ! শয়তানের দিব্যি, বাচ্চাদের মতো কথা বোলো না !
অচন্তব বচ ; ঝোকলা ওয়ে গেচি ! ওরা যা করেচে বচ, আমি বাবতে পাচ্চি না !
যা বর পেয়েচি না ! কাল আত্রে অদ্ভুত এট্টা আলো ! আজ আত্রে উমিকম্প। আপনি এখানে তা বুয়েচেন...ওয়া ভিতু অরগোচের মতো অন্দকারে গা দাকা দিয়েচে !
আর তুমি নিশ্চয় ওদের আটকানোর জন্য চেষ্টাও করোনি !
টিক কতা বচ ! ওরা দাতে পালাতে না পারে তেত্তার তুতি রাখিনি ! কোনও উপায় চিল না...ভিড় ঠেকানো কি চাত্তিখানি কতা ! আমাকে মেরেই পেলেচিল প্রায়।
কিছু যায় আসে না...রবারের ডিঙিটা এখনও আছে। এখন, ওটা ওড়াও !
দারুন আততবাজি দেখব ! এত আচে যে, এম্পায়ার স্তেত বিলদিং তাকেই...
এবার অচ্চে...আতে পাঁচ মিনিত চময়...নিরাপদ জায়গায় যেতে হবে।

একদিকে মন্দির আর একদিকে লুপ্ত আগ্নেয়গিরি পর্যন্ত এই রাস্তাটা চলে গেছে।
দুম
শুনুন। আর কত ভূমিকম্প আপনি ঘটাবেন?
ওটা ভূমিকম্প নয়। অন্য কিছু : ওই গুণ্ডার দল হয়তো বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। চটপট। টের পাচ্ছি, সাঙ্ঘাতিক একটা বিপদ এসে গেছে।
আর কয়েক মিনিট পরেই আমরা এই পাতাল থেকে বেরোতে পারব...
...আসল কথাটা হল, আমার টুপিটা পেয়েছি।
হ্যাঁ।
টুপ
আরে, মাথায় জল পড়ছে...তার মানে, আমি মাথায় কী পরেছি?
আমার জন্য অপেক্ষা করো, একমিনিটও লাগবে না। টুপিটা খুঁজে আনবই!
ওটা আছে আপনার মাথায়! চলে আসুন!
হ্যাঁ, হ্যাঁ। টুপিটা আপনার মাথাতেই আছে মিঃ ক্যারিদাস।
না, ওটা আমার নয়। ওটা দিয়ে জল পড়ছে!
কী কাণ্ড! ওই ধোঁয়া কোত্থেকে আসছে?
আর গন্ধটা? সালফার!
আ আ আ আ

বাঁচাও !...
লাভা ! লাভা !
আমার টুপি !...টুপিটা আমি চাই !... ওটা আমার নিজের !...আমি চাই !
চটপট ! আসুন !
গুড়ুম
গুড়ুম
জোরে !...আরও জোরে !
অত জোরে পারি না...আমার টুপিটা চাই...
জলদি আসুন ! আর একটু জোরে দৌড়ন...
আমি...
চমৎকার ! এখন আপনি আমার চেয়েও জোরে দৌড়চ্ছেন !
!
ছলাত
সিঁড়িতে উঠে পড়ুন, জলদি...
আপনি আগে উঠুন !
আসুন, ক্যারিদাস বুড়ো মানুষ...
আমার রাস্তা থেকে সরে যাও !
ই-ই-ই-ই !
ক্যাপ্টেন !... লাভা !...লাভা !...

শাবাশ ক্যাপ্টেন ! দারুণ সামলেছেন !
এবার নেমে পড়ুন...
এদিকে, ক্যাপ্টেন !
উঃ ! ভেবেছিলাম এবার একটা গরম কড়াইয়ে পড়ে গেছি !
চটপট আসুন ! একটা মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না !
আসছি, আসছি ! আর ওই বিদঘুটে ক্যারিদাস ! ও দেখুক । লোভী, বেগুনি জেলিফিশ । ওকে ধরতে পারলে পুডিং করে ছাড়ব...
কী ?
এখন এটা যেন একটা ফার্নেস !
ভালই হল । তোমরা নিরাপদ ও সুস্থ । এদিকে এসো ।
আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙেছে !
হায় রে ! ভূমিকম্পে হয়তো সূক্ষ্ম ফাটল ধরেছে আগ্নেয়গিরির দেওয়ালে । তেমন বিপজ্জনক নয় । তবে বিস্ফোরণ ঘটল...
ফাটল বেড়ে গিয়ে গ্যাস, লাভা বেরিয়ে আসছে...তা হলে অগ্ন্যুৎপাত হবেই ...আশা করা যায়, মহাকাশযান আসছে...
অসহ্য হয়ে উঠেছে এই তাপ...এরকম চলতে থাকলে...
হ্যাচ্চো
পেছনের দরজাটা বন্ধ করুন ! খরা বুঝতে পারছেন না ? ভয়ঙ্কর !
?!
!
আর একটা কীসের ধোঁয়া ? মতলবটা কী তোমাদের ? আমাকে মারতে চাও নাকি ?

এবার বিষাক্ত ধোঁয়া আসছে। মুখে রুমাল চাপা দিন!
থামবেন না, চলুন!
আচ্ছা, কী হচ্ছে এখন?
দেখা যাক, নীচে কী আছে?
জলদি, এদিকে আসুন! আমরা প্রায় বাইরে এসে গেছি...
চলুন, চলুন। রুমালটা নাকে চাপা দিন!
ওঃ! শেষ পর্যন্ত এক ঝলক টাটকা বাতাস।
এই পুরনো গহ্বরে মহাকাশযান নামবে।
ওদিকে দেখুন। আকাশ রক্তের মতো লাল!
হ্যাঁ, হ্যাঁ। আগ্নেগিরি দিয়ে লাভা নিশ্চয় গড়িয়ে পড়ছে...
আমার জন্য অপেক্ষা করো! অ্যালান! অ্যালান! বাঁচাও! আমার জন্য একটু দাঁড়াও!
অ...অবারের...দিভি! ...ওই...ওতাই...পালানোর ওতাই উপায়!
সবাই এসেছে তো?
ইয়ে...মনে তো হয়...হ্যাঁ...
কাথবার্ট!!... কাথবার্ট কোথায়???
প্রোফেসর! উনি নিশ্চয় পেছনে পড়ে আছেন!
ঘেউ! ঘেউ!
টিনটিন!...ফিরে এসো, ফিরে এসো টিনটিন!
উআ আ আআ

সে ওই নরকে ঢুকেছে...ওকে ডাকুন...কিছু একটা করুন ...জানি না...টেলিপ্যাথিতে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করুন !
ঘেউউউউউ !
ফিরে আসুন, আমার তরুণ সঙ্গী, জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না ।
?
কী হয়েছে ? ও কি কিছু বলল ?
হ্যাঁ, উত্তর দিচ্ছে... আমাকে বলছে ওখানে যেতে... ! তবে ও এত ভদ্র, ভাবছি !
বাঁচাও !...এখানে...বাঁচাও !
!
ফিরে এসেছে !
পোড়া ফোসকা ! আমার টিনটিন, ওকে বাঁচাতে পেরেছে !
জলদি...ওঁর জ্ঞান ফেরাতে হবে !
হিপ হিপ হুররে ! ওরা নিরাপদ ।
মাঝরাতে কে চান করতে আসছে ?
কুট্টুস, অত দূরে যাসনে ।
কুঃ ! আমি সাঁতার জানি । তাই না ?
এখনও মহাকাশযানের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না...এত দেরি কেন ?
কেমন বুঝছেন কাথবার্ট ? একটু ভাল ?
হুঁ
রহ র র র র রহরর
!
দেখুন ! দেখুন ! জল । হ্রদের জল বেসিনের নলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে !
ঘেউউউ !

উয়া বল ব ল ব ল ব
আসছি কুট্টুস !...ধরে থাক !
উয়া
উয়া
আর কয়েক সেকেন্ড পরেই হ্রদটা শুকিয়ে যাবে !...যাই হোক...
হররররর
দুম
ধুস ! আর কিছুক্ষণ । ভাগ্য ভাল, শুধু ছাই আর জলীয় বাষ্প । লাভা নেই, নেই পাথরের টুকরো ।
এই ধুলোয় আর কতক্ষণ থাকতে হবে ?
গোঁ-ও-ও গোঁ-ও-ও গোঁ-ও-ও
মহাকাশযান ! মহাকাশযান ! ...এখানে...আমাদের ঠিক ওপরে...শুনতে পাচ্ছি !
মৌমাছির মতো কীসের শব্দ ?
গোঁ-ও-ও গোঁ-ও-ও গোঁ-ও-ও
কিছুই দেখা যাচ্ছে না...
এরকম ধোঁয়াশায় ওরা নামতে পারলে সেলাম জানাব ।
বেলুন ? ...এখানে ?... অসম্ভব !!
হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করুন : এখানে আর একটা বিস্ফোরণ হতে পারে...সিঁড়ি নামান...
?
আপনারা মহাকাশযানে যাবেন । তবে প্রথমে আমি আপনাদের সম্মোহন করব ।

আমাদের সম্মোহন করবেন ? সারাজীবন চেষ্টা করলেও পারবেন না ! প্রশ্ন নেই... আমাদের ওপর কোনও প্রভাব পড়বে না ।
প্রভাব পড়বে না...প্রভাব পড়বে না... আমাদের ওপর প্রভাব পড়বে না ।
ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এখন জাকর্তা বিমানবন্দরে । আপনারা ক্যারিদাসের বিমানে সিডনি যাচ্ছেন । ওই হল সিঁড়ি । মি. ক্যারিদাস আগে উঠুন ।
এর পর প্রোফেসর, তারপর আপনি, ক্যাপ্টেন স্কাট !
জিনো, এবার আপনি উঠুন, ডাক্তার ।
টিনটিন, আপনি কুট্টুসকে নিচ্ছেন...সবশেষে ক্যাপ্টেন হ্যাডক !
চমৎকার...আপনারা সবাই আকাশযানে...
চিফ পাইলট, চটপট সিঁড়ি উঠিয়ে নিন । সাঙ্ঘাতিক সব শব্দ শুনতে পাচ্ছি ।
একেবারে ঠিক সময়ে !...ধন্যবাদ, চিফ পাইলট । আমি এ-গ্রহের সহকর্মীদের দিকে একটু নজর দিই ।
মি. ক্যারিদাস, ব্যাটলশিপ্‌স খেলায় আপনি হ্যাডককে ঠকাচ্ছিলেন । প্রতারণা করছিলেন স্বাভাবিকভাবেই ।
স্বাভাবিকভাবে ।
ক্যাপ্টেন স্কাট, ক্যারিদাস ১৬০ বিমানের দায়িত্বে ছিলেন আপনি । উড়ানে বলার মতো কিছু ঘটেনি ।
বলার মতো কিছু ঘটেনি ! না । কিছুই ঘটেনি ।
ওদিকে দেখুন ! রবারের ডিঙি !
ওটা ক্যারিদাস ১৬০-এর...টিনটিন ও সহকর্মীদের অ্যাডভেঞ্চারের শেষটা কেমন হবে, ওটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ।
আকাশে কী যেন দেখতে পাচ্ছি ! কী ওটা ?
উড়ন্ত চাকি !! ঘুরপাক খাচ্ছে...ডায়াভলো ! আমাদের দিকেই আসছে ! গুলি চালাও, অ্যালান !...গুলি !

শয়তানের দল, অস্ত্র ফেলে দাও ! খেলা শেষ !... আবার সম্মোহনী শক্তি দিয়ে তোমাদের বশ করে ফেলেছি ।
একটা হেলিকপ্টার । সবাই মন দিয়ে শোনো । এই যন্ত্রটা স্রেফ তোমাদের নিতে এসেছে..উঠে এসো !
হ্যাঁ, সার ! হ্যাঁ, সার !
ক্যাপ্টেন স্কাট ও তোমার সহকর্মীদের বলছি । গতকাল থেকে যা ঘটেছে সব তোমরা ভুলে গেছ । শুধু এটা মনে থাকবে : জাকর্তা থেকে সিডনি রওনা হয়ে অজ্ঞাত কারণে তোমরা বিমান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছ..
...রবারের ডিঙিতে তোমাদের উঠতে হয়েছে ।
সবাই ডিঙিতে উঠেছ ?...স্কাট, ক্যালকুলাস, জিনো, ক্যারিদাস, হ্যাডক, টিনটিন, কুট্টুস । ভাল...অন্যদের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি...এবার ঘুমিয়ে পড়ো । এ আমার হুকুম ।
বিদায় !
ঘেউউ ! ঘেউউ !
কয়েক ঘণ্টা পরে..
সিডনি যাওয়ার পথে ক্যারিদাসের যে বিমানটি গতকাল নিখোঁজ হয়ে যায়, তার যাত্রী ও কর্মীদের তল্লাশি ফের শুরু হয়েছে । জীবন্ত কাউকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম, তবে বিমান...
...পুরো এলাকা এখনও ঘুরে দেখছে । পুলাও-পুলাও বম্পা দ্বীপে এতদিনের ঘুমন্ত এক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কাল রাত্রে শুরু হয়েছে । গহ্বর থেকে ধোঁয়া উঠেছে তিরিশ হাজার ফুটেরও বেশি । পর্যবেক্ষকরা লক্ষ রাখছেন, আকাশ থেকে সমীক্ষা চলছে ।
ফের চক্কর দেওয়া যাক, ডিক । যদি ওই গহ্বরের ছবি তুলতে পারি ।
ঠিক আছে ।
ডিক ! নীচে ওই দ্যাখো, তাকাও ।
কী কাণ্ড ! একটা রবারের ডিঙি !
ভিক্টর হোটেলে ব্র্যাভো ম্যাকাসার টাওয়ারকে চাইছি । আগ্নেয়গিরির মাইলখানেক দক্ষিণে একটা রবারের ডিঙি দেখেছি, পাঁচ-ছ'জন লোক আছে । খুব নীচ দিয়ে উড়ে দেখেছি, কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হচ্ছে না...শুধু একটা ছোট্ট সাদা কুকুর ।
ডিক দ্যাখো, বাতাসে ডিঙিটা দ্বীপের দিকে ভেসে যাচ্ছে । লাভার স্রোত সমুদ্রে নামছে । ওরা চিংড়ির মতো জ্যান্ত পুড়ে মরবে । ওদের বাঁচাতেই হবে !
উ আ আ উ আ আ

হাজার হাজার মাইল দূরে, বহুদিন পরে।

আজ রাত্রে স্ক্যানোরামায় আপনাদের এক বিশেষ অনুষ্ঠান দেখানো হবে। কোটিপতি ক্যারিদাসের বিমানে ছ'জনকে উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর খবর সারা বিশ্বের সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠেছে। ক্যারিদাস ও তাঁর পাঁচ সঙ্গীকে তাঁদের নির্দিষ্ট যাত্রাপথের ২০০ মাইলেরও দূরে একটা ডিঙিতে ভেসে যেতে দেখা গিয়েছিল। আগ্নেয়গিরির দ্বীপ পলাও-পুলাও কম্পারের সমুদ্রে জ্বলন্ত লাভায় জীবন্ত পুড়ে মরার কিছু আগে ওঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে আনা হয়।...

জাভার এক হাসপাতালে ওঁরা জ্ঞান ফিরে পান। আমাদের রিপোর্টার এই রহস্যময় দুর্ঘটনার জীবিতদের প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়েছেন...কলিন চাত্তমোর, জাকর্তা।

বাজি ধরে বলা যায় ক্যারিদাস বিমার টাকা পাওয়ার জন্য ওর বিমানটাকে বাতিল করেছে।

বিমানের মালিককে দিয়ে শুরু করা যাক... ঘটনা নিঃসন্দেহে সাঙ্ঘাতিক, মিঃ ক্যারিদাস। বিমানের ক্ষতি, আপনার সেক্রেটারি ও দু'জন বিমানকর্মী নিখোঁজ। এতে আপনি নিশ্চয় খুব কষ্ট পেয়েছেন।

হ্যাঁ, অবশ্যই...

খুবই খারাপ ঘটনা, কিন্তু কী-ই বা আশা করতে পারি। এটাই জীবন। তবে সত্যিই যেটা খারাপ লাগছে তা হল, টুপিটা হারিয়েছি। যুদ্ধের আগের ব্রশ অ্যান্ড ক্ল্যাকওয়েল কোম্পানির ওই টুপিটা আর পাব না।

মি. ক্যারিদাস আপনার বাহুতে কিছু সূচের দাগ দেখা গেছে। আপনার সঙ্গীদের তো ওগুলো নেই...

স্বাভাবিক : আমি ওদের চেয়ে ধনী।

হ্যাঁ...সত্যিই তাই।

ক্যাপ্টেন স্কট, বিমানটি নামাতে আপনি বাধ্য হয়েছিলেন। এ নিয়ে কিছু বলবেন? পরে কী ঘটল? শেষ বেতারবার্তায় আপনি বলেছিলেন, আপনারা সুমবাওয়ার ওপর দিয়ে উড়ছেন, কিছু রিপোর্ট করার নেই।

হ্যাঁ...

...হ্যাঁ, তবে কিছুই মনে করতে পারছি না। মনের মধ্যে একটা শূন্যতা। ...বুঝতে পারছি না... যেন অদ্ভুত একটা স্বপ্ন...

আমারও কিছু মনে নেই। তবে আমি বলব, এটা নিদারুণ এক দুঃস্বপ্ন।

দ্যাখো, কে এল। মার্লিনস্পাইকের বুড়ো নাবিক...রঙ্গরসিকতার তেমন ক্ষমতাই ওর নেই।

আবছা মনে আছে, কিছু মুখোশের হাসি, আর পাতালপথে দমবন্ধ হয়ে আসা উত্তাপ...গর্জনশীল টাইফুন, ব্যাপারটা ভাবলেই ভেঙ্গে পড়ি।

আর আপনি কী বলবেন?

আমি...হ্যাঁ, আমিও ওরকম স্বপ্ন দেখেছিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন, তবে...

ওর সঙ্গী খুদে শার্লক হোমস!

পুরো ঘটনাটার মধ্যে যেটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তা হল...না, প্রোফেসর ক্যালকুলাসই ওটা আপনাদের জানাবেন...

প্রোফেসর, আপনি যে জিনিসটা পেয়েছেন ওঁদের দেখাবেন কি ?
অবশ্যই না, অবশ্যই না ! আনন্দের সঙ্গে !
এই যে !
ওহো ! কী ওটা ?
নিখুঁত !..এটা ধাতব দণ্ড, মাথাটা অর্ধগোলাকৃতি !
ধুস ! এতো সাধারণ একটা জিনিস । গাড়ির এঞ্জিন থেকে খুলে-নেওয়া !
সাধারণ চোখে এই জিনিসটার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়বে না । তবে সন্দেহজনক ঘটনাটা হল, আমি এটা আমার পকেটে পেয়েছি !
আপনার পকেটে ?
না, না । এটা আমি আমার পকেটে পেয়েছি ।
সেই এক ঢঙ ! মাথা-মুণ্ডু নেই । কানেও শোনে না ।
কী করে ওটা ওখানে গেল জানি না...অসাধারণ কিন্তু যদি বলি এই জিনিসটা এমন ধাতু দিয়ে তৈরি যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, তা হলে এটা বেশ গুরুত্ব পায় ।
আপনি...আপনি ঠিক জানেন ?
আকরিক লোহা ? ধুত !...এই দেখুন...
কী কাণ্ড ! হা ! হা ! হা ! হু ! হু !
দেখুন, আমার পেন্ডুলাম এই জিনিসটার ওপর ধরলে কী প্রচণ্ড গতিতে এটা দুলতে থাকে ।
সত্যিই তো ! কিন্তু এর মানে কী ?
না, এটা ছলনা নয় । আমি এই ধাতুটা জাকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়েছি । ওঁরা একমত : প্রাকৃতিক অবস্থায় এর মধ্যে আছে কোকট, লোহা ও নিকেল মেশা...
যেহেতু পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় কোকট পাওয়া যায় না, তাই এর উৎপত্তি তিনগ্রহে ।
বলুন প্রোফেসর, আরও কিছু বলুন । বলুন, ওটা কোনও উড়ন্ত চাকি থেকে পড়েছে, মঙ্গলের কোনও অধিবাসীর তৈরি, এটা পড়েছে ওঁর মহাকাশের সাজসরঞ্জামের থলি থেকে । লর্ড নেলসনের মূর্তিকে বলুন, হাসতে হাসতে স্তম্ভ থেকে উনি গড়িয়ে পড়বেন !
প্রোফেসর, আপনি বললেন 'তিনগ্রহ' । এ-প্রসঙ্গে আপনাকে একটা ফোটো দেখাই । গত সোমবার কায়রোয় এক অপেশাদার ফোটোগ্রাফার এটি তুলেছেন, সেই যেদিন আপনাদের পাওয়া যায় ?... ভাল করে দেখুন...
?

ফোটোগ্রাফারের দাবি, এটা উড়ন্ত চাকির ছবি। ওঁর সঙ্গে আপনি একমত ?...আপনি কি বলবেন ওই যন্ত্রটার উৎপত্তি ভিনগ্রহে ?
এক বোতল জিন ?...সত্যি বলতে কী, আমি কোনও যোগসূত্রই দেখছি না। অচেনা উড়ন্ত বস্তু, লোকমুখে যা কিনা উড়ন্ত চাকি, তার ফোটোই তো দেখতে পাব।
যে জিনিসটা আপনি পেয়েছেন, তার সঙ্গে কি এই 'যন্ত্রটার' কোনও যোগ আছে ? আপনার কী ধারণা ?
গোল ? তার আর বলতে। চাকি তো সবসময় গোলই হয়, তা'ই না ?
হ্যাঁ, তা'ই তো। শেষ প্রশ্ন, প্রোফেসর। মনে হচ্ছে আপনি ও আপনার সঙ্গীরা স্মৃতিভ্রমে ভুগছেন।
যদি জানতে চাও বলি, আমি জল খাই মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া দিয়ে।
ক্ষমা করবেন...আমি, যা বলতে চাই, তা হল, সাময়িক স্মৃতিভ্রম অসাধারণ ঘটনা নয়। আজকের কাগজেই তো বেরিয়েছে, কায়রোর মনস্তাত্ত্বিক এক ক্লিনিকের প্রধান ড. ক্রলস্পেলকে শহরের উপকণ্ঠে ঘুরতে দেখা গেছে। এক মাসের বেশি তিনি নিখোঁজ ছিলেন, তিনি পুরোপুরি স্মৃতি হারিয়েছেন।
কিন্তু আপনাদের সবার স্মৃতিভ্রম হয়েছে, ডাক্তাররা এর কী কারণ দেখাচ্ছেন ?
তাঁরা এর ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না...আমরা যা বলতে পারি, তার বেশি তো নয়ই।
দু'-একটা কথা আমি বলতে পারতাম...কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না !
আর একটা কথা, আপনাদের পরিকল্পনা কী ? এখান থেকে কোথায় যাচ্ছেন আপনারা ?
আমরা সিডনির পরের প্লেনটা ধরছি ? আমরা ঠিক মহাকাশ কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময় পৌঁছব।
আশা করি, আপনাদের যাত্রাপথে আর কোনও বিঘ্ন দেখা দেবে না। স্ক্যানোরমার পক্ষে আপনাদের শুভ কামনা করি, ধন্যবাদ ...বিদায়, ক্যাপ্টেন !
বিদায় !
টং সিডনির কোয়ান্টাস ফ্লাইট ৭১৪-এর যাত্রীদের শেষবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে, আপনারা অবিলম্বে তিন নং গেটের দিকে এগোন।
JET
QANTAS
সমাপ্ত